ভুল বোঝাবুঝি + ভুল তথ্য = অবিশ্বাস:

ভাষাগত বাধা যেভাবে মানবিক সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ ও সেবাসমূহের গুণগত মান হ্রাস করে এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে সামাজিকভাবে আরও বঞ্চিত করে

২য় খণ্ড: কক্সবাজার, বাংলাদেশ

সেপ্টেম্বর ২০১৯

TRANSLATORS WITHOUT BORDERS

তিন খণ্ডের একটি প্রতিবেদন

ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (টি.ডব্লিউ.বি) একটি উদ্ভাবনী আন্তঃসীমান্ত গবেষণা সম্পর্কে তিন খণ্ডের প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা সহায়িকা প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। এই সিরিজটিতে বাংলাদেশের কক্সবাজার ও মিয়ানমারের সিত্তে-তে মানবিক সহায়তা প্রাপ্তি এবং সম্প্রদায়গুলির সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

- **১ম খণ্ড। আন্তঃসীমান্ত প্রবণতা:** বাংলাদেশের কক্সবাজার এবং মিয়ানমারের সিত্তে-তে চ্যালেঞ্জিং প্রবণতা বা সমস্যাসমূহ
- **২য় খণ্ড। কক্সবাজার, বাংলাদেশ:** সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ, উপযুক্ত পরিবর্তনসহ কার্যক্রম পরিচালনা এবং সুপারিশসহ বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল
- **৩য় খণ্ড। সিত্তে, মিয়ানমার:** সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ, উপযুক্ত পরিবর্তনসহ কার্যক্রম পরিচালনা এবং সুপারিশসহ মিয়ানমার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

যে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এই গবেষণায় সহায়তা করেছেন বা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মিয়ানমার এবং বাংলাদেশের টি.ডব্লিউ.বি টিম এই আন্তঃসীমান্ত গবেষণাটি পরিচালনা ও রচনা করেছে। আরো বহু মানুষ তাদের মতামত এবং মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের এই সিরিজে অবদান রেখেছেন।

কক্সবাজারের শরণার্থী ক্যাম্পসংলগ্ন বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর একটি মাদ্রাসায় শিশুরা আরবি বর্ণমালা শিখছে। ফটোক্রেডিট: টি.ডব্লিউ.বি / ফাহিম হাসান আহাদ

সূচীপত্র

পদ্ধতি এবং আরো তথ্য 4

ব্যবহার 4

নির্বাহী সারসংক্ষেপ 5

সুপারিশসমূহ.....6

ভাষাগত বাধা মানসম্মত সেবাপ্রাপ্তির সুযোগকে সীমিত করে 8

ভাষাগত বাধা মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগকে সীমিত করে 8

ভাষাগত বাধা মানসম্মত শিক্ষা সেবা প্রাপ্তির সুযোগকে সীমিত করে 18

ভাষাগত বাধা বর্তমানে বাংলাদেশে এবং ভবিষ্যতে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তিতে বাধা সৃষ্টি করবে 26

ভাষাগত দক্ষতা বাংলাদেশে সুযোগসুবিধা প্রাপ্তি এবং মর্যাদা নির্ধারণ করে.....27

ভাষাই ভবিষ্যতে মিয়ানমারে একত্রিতকরণের প্রচেষ্টাকে নির্ধারণ করছে.....29

নামকরণের পদ্ধতি সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিভাজন বৃদ্ধি করে 30

সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভাজন দূর করে 31

মানবিক সহায়তায় কার্যকর যোগাযোগ স্পষ্ট বার্তা এবং উচ্চ পেশাগত দক্ষতার উপর নির্ভরশীল 33

ইংরেজি এবং রোহিঙ্গাভাষী যোগাযোগকারীরা চাঁটগাঁইয়া এবং বাংলাভাষী মধ্যস্থতাকারীদের উপর নির্ভর করেন.....33

অস্পষ্ট যোগাযোগ এবং স্বল্প দক্ষতা ভুল তথ্য, অবিশ্বাস এবং ক্ষমতার বৈষম্য তৈরি করতে পারে.....39

মানবিক সহায়তা কর্মীদের বাস্তুচ্যুত মানুষদের ভাষা এবং সাক্ষরতা সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে বলে মনে হয়.....40

পদ্ধতি এবং আরো তথ্য

পদ্ধতি এবং সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য এখানে আছে

https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Methods-and-limitations_Cross-Border.pdf.

বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সহায়তায় ভাষা সম্পর্কে বিস্তারিত এখানে দেখুন https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Languages-in-the-Rohingya-response_Cross-Border.pdf.

ব্যবহার

ভাষা এবং জাতিগত নাম:
আমরা যথাক্রমে বাংলাদেশ অথবা মিয়ানমার সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারী ভাষা বা জাতিগত নাম ব্যবহার করি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা বেঙ্গলির পরিবর্তে বাংলা এবং বার্মিজ এর পরিবর্তে মিয়ানমার ব্যবহার করি।

সরকারিভাবে স্বীকৃত নয় এমন ভাষা বা জাতিগত ক্ষেত্রে আমরা আমেরিকান ইংরেজিতে স্বীকৃত নাম বা সাক্ষাৎকার দাতা নিজ পরিচয় দিতে যে শব্দ ব্যবহার করেন তা ব্যবহার করেছি। উদাহরণস্বরূপ, রোহিঙ্গা। এছাড়া, স্থানীয় এবং অ-স্থানীয় বাংলাদেশী।

ভাষা ব্যবহারকারী: 'ইংরেজি ভাষী', 'বাংলাভাষী', 'চাটগাঁইয়া ভাষী' এবং 'রোহিঙ্গাভাষী' শব্দগুলির মাধ্যমে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি উক্ত ভাষায় সবচেয়ে বেশি সাবলীলভাবে কথা বলতে পারেন।

এর অর্থ এই নয় যে, সেই ব্যক্তি জন্মগতভাবে ওই ভাষাভাষী অথবা তিনি যে ভাষায় সবচেয়ে সাবলীল তা আবশ্যিকভাবে তার জাতিসত্তাকে প্রতিফলিত করে, যদি না তা উল্লেখ করা হয়। যেমন, একজন চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষী জাতিগতভাবে রোহিঙ্গা হতে পারেন।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

"একটি ভাষার নিজস্ব বিশিষ্টতা থাকা উচিত.... এখন পর্যন্ত ভাষাই রোহিঙ্গাদের পরিচিতির একমাত্র নৃতাত্ত্বিক উপাদান। একজন বাংলাদেশীর থেকে একজন রোহিঙ্গাকে একমাত্র তার ভাষা দিয়েই আলাদা করা যায়। তাই তারা আমাদের ভাষা এবং সংস্কৃতির সাথে মিশুক আমরা তা চাই না"

- একজন বাংলাভাষী সরকারি কর্মকর্তা।

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে সামাজিকভাবে প্রান্তিক করে রাখা হয়, যা তাদের নাগরিক হিসেবে আইনি মর্যাদা ও স্বীকৃতির অভাবে প্রতিফলিত হয়। সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশেও শরণার্থী হিসাবে তাদের আইনগত মর্যাদা ও স্বীকৃতি না থাকায় তারা পুরোপুরি সমাজের অংশ হয়ে উঠতে পারছে না। এর একটি ফলাফল হল, তাদের বাংলা বা চাঁটগাঁইয়ার মতো অন্যান্য ভাষা শেখার সুযোগের অভাব। এর ফলে ভাষাগত কারণে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হচ্ছে।

কক্সবাজারের শরণার্থী ক্যাম্পে এবং স্থানীয় বাংলাদেশী জনবসতিতে বসবাসকারী যে রোহিঙ্গারা একমাত্র রোহিঙ্গা ভাষাতেই কথা বলতে পারেন তাদের অন্যদের সাহায্য ছাড়া তথ্য পেতে, তাদের চাহিদা ও ইচ্ছা জানাতে কিংবা নীতিনির্ধারকদের সাথে সংলাপ গড়ে তুলতে সমস্যা হচ্ছে। যে গোষ্ঠীগুলি সাধারণত একটিমাত্র ভাষা জানে, তারা অন্যান্য ক্ষেত্রেও পিছিয়ে রয়েছে। এই ভাষাগত নির্ভরতা অন্যদের তুলনায় তাদের ক্ষমতা ও সক্রিয়তার অভাবকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

জোরপূর্বক বিতাড়িত হওয়ার ফলে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভরতা বেড়ে গেছে। এই কারণে তাদের অন্যান্য ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে গেছে। দোভাষীদের ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং যারা একটি মাত্র ভাষা জানেন তাদের বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রহীতাকেন্দ্রিক, ন্যায়সঙ্গত সেবা প্রদান এবং দায়িত্বশীল মানবিক সহায়তার একটি প্রধান উপাদান হল কার্যকর দ্বি-মুখী যোগাযোগ। ভাষাগতভাবে বৈচিত্র্যময় এই মানবিক সহায়তায় মানুষের সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগ গড়ে তোলা সংস্থাগুলির পক্ষে কঠিন হয়। এর ফলাফল হল মানসম্মত সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ কমে যাওয়া, আরো বঞ্চিত হওয়া এবং আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক উন্নত করার সুযোগ হারানো।

কক্সবাজার জেলায় মানবিক সংস্থাগুলি কর্মীদের ভাষার দক্ষতা, সাংস্কৃতিক সচেতনতা এবং ভাষান্তরের রীতিনীতির জ্ঞান বৃদ্ধি করে শরণার্থী রোহিঙ্গা সম্প্রদায়গুলির সাথে যোগাযোগকে উন্নত করতে পারে।

আরও ভিত্তিগতভাবে কার্যক্রমের পরিকল্পনা, সংস্থানের ব্যবস্থা এবং বাস্তবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষা ও সাংস্কৃতিক সচেতনতার বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখা উচিত। এভাবেই আমরা নিশ্চিত করতে পারবো যে সুবিধাবঞ্চিত রোহিঙ্গারা তাদের বিকল্পগুলি বুঝতে পারছে, নিজেদের প্রয়োজন ও ইচ্ছা জানাতে পারছে এবং প্রতিবেশী সম্প্রদায়গুলির সাথে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে পারছে।

সুপারিশসমূহ

এই মূল্যায়নটি মানবিক সংস্থাগুলো কিভাবে আরো কার্যকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে তা তুলে ধরে।

১. সহজ-সরল ভাষার নীতি প্রয়োগ করুন
তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগের উপকরণগুলি সহজ-সরল ভাষায় তৈরি করুন, বিশেষ করে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য। পরিচিত শব্দ এবং সহজ বাক্য বিন্যাস ব্যবহার করে ধারণাগুলিকে ব্যাখ্যা করুন। পারিভাষিক শব্দ বা কম ব্যবহৃত হয় এমন শব্দগুলি এড়িয়ে চলুন অথবা সেগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করুন। নিশ্চিত করুন যে যোগাযোগের উপকরণ ও বিষয়বস্তু মাঠ পর্যায়ে পরিক্ষিত, উদ্দিষ্ট শ্রোতাদের জন্য উপযুক্ত এবং সম্প্রদায়গুলির প্রধান প্রধান আশংকাগুলি নিরসন করে। (সহজ-সরল ভাষার নীতিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য এখানে দেখুন https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Basic-plain-language-principles-for-humanitarians.pdf)

২. দোভাষী এবং মাঠকর্মীদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের পিছনে বিনিয়োগ করুন
কর্মী নিয়োগের যোগ্যতা হিসাবে রোহিঙ্গা ভাষার দক্ষতা মূল্যায়ন করুন, এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও তাদের সাথে যোগাযোগে সহায়তার জন্য রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করুন। প্রশিক্ষণ এবং সহায়ক কর্মশালা দোভাষী ও মাঠকর্মীদের সক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে, যা বিভিন্ন জটিল পরিভাষাতেও দক্ষতা তৈরি করে যেমনটা স্বাস্থ্য দোভাষীদের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে টি.ডব্লিউ.বি-র মানবিক সহায়তা সম্পর্কিত শব্দের বহু-ভাষিক গ্লসারির মতো টুলগুলির সাহায্য নেয়া যেতে পারে । রোহিঙ্গা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে মানবিক সংস্থাগুলি আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

৩. গুরুত্বপূর্ণ বার্তাগুলির বোধগম্যতা পরীক্ষা করুন
বার্তা ব্যাংক তৈরি করে পরীক্ষা করে দেখুন কোন বার্তাগুলি সবচেয়ে সহজবোধ্য, সঠিক অর্থ বহন করে এবং উদ্দিষ্ট গোষ্ঠীগুলির জন্য উপযুক্ত। যখনই সম্ভব, সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে নিয়ে বার্তাগুলি সৃজন বা পুনঃ- সৃজন করুন। এর মাধ্যমে নিজেদের অগ্রগতিও বুঝা যাবে এবং স্পষ্ট বার্তার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতাও বাড়বে। শেষমেশ এটি সময়ের সাথে সাথে মানবিক সহায়তায় যোগাযোগ পদ্ধতির কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে তুলবে।

৪. সেবাগ্রহীতাদের প্রতি সহানুভূতির প্রচার ও প্রসার এবং তাদের প্রয়োজন বুঝার চেষ্টায় সাহায্য করুন
সেবা প্রদানকারীদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিন এবং বুঝিয়ে বলুন। যোগাযোগের জন্য যথেষ্ট সময় রেখে কর্মসূচীগুলি পরিকল্পনা করুন যাতে তারা ওই শিক্ষা কাজে লাগানোর সুযোগ পান। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে সংস্থাগুলির চেষ্টা করা উচিত যাতে ডাক্তাররা রোগীদের, বিশেষত নতুন রোগী এবং মহিলাদের বেশি সময় দিতে পারেন। একটি অপ্রমিত ভাষায় দোভাষীর কাজ করার জন্য সাধারণত কয়েক মিনিট বেশি সময় লাগে। দোভাষী প্রয়োজন এমন কোন সভা বা সমাবেশ যেমন ফোকাস দলে আলোচনার জন্য দ্বিগুণ সময় লাগবে এটা বিবেচনায় রেখেই পরিকল্পনা করুন। যতটা সম্ভব, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে কথাবার্তায় তাড়াহুড়ো করবেন না: এটি অভদ্রতা এবং অসম্মানজনক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৫. শ্রেণীকক্ষে মাতৃভাষা (রোহিঙ্গা) থেকে পড়ানোর ভাষা বা সরকারী ভাষার (মিয়ানমার) মধ্যে সেতুবন্ধনের একটি কৌশল তৈরি করুন।

শিক্ষায় রোহিঙ্গা ভাষা ব্যবহারের প্রসার ঘটালে শিশুরা পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়গুলি আরও ভালোভাবে শিখতে পারবে ও সেই সাথে অন্যান্য ভাষা শেখার ক্ষেত্রেও উন্নতি হবে। এটি বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী যেমন বালিকা, প্রতিবন্ধী শিশু এবং যারা অনেক বছর পড়াশুনা করতে পারেনি তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অবিলম্বে পাঠদান ও শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরিচালনা ও মূল্যায়নে রোহিঙ্গা ভাষা ব্যবহারের জন্য আরও বলিষ্ঠ নির্দেশনা প্রদান করুন। মিয়ানমারকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শেখানোর এবং শিক্ষার্থীরা এই ভাষায় আত্মবিশ্বাস অর্জন করার সাথে সাথে এটিকে ক্রমে শিক্ষার ভাষা হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একটি পদ্ধতি তৈরি করার কথা বিবেচনা করুন। দীর্ঘমেয়াদে, রোহিঙ্গা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করুন।

৬. এমন সামাজিক সংহতিমূলক কার্যক্রম তৈরি করুন যা ভাষাগত কারণে মানুষের বাদ পড়া কমায় এবং তার কারণ না হয়

এমন সামাজিক সংহতি এবং শান্তিনির্মাণ কর্মসূচির পরিকল্পনা করুন যা একভাষী রোহিঙ্গা সম্প্রদায় এবং তার পাশাপাশি অন্যান্য গোষ্ঠীসমূহের কাছে বোধগম্য হবে। এটি কার্য পরিকল্পনা থেকে শুরু করে কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, যোগাযোগের সমস্ত কিছুতে বিবেচনা করা উচিত। সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে তাদের পছন্দের নাম ধরে ডাকার মাধ্যমে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্মানের আদর্শ স্থাপন করুন ও তার প্রসার ঘটান, যেমন: রোহিঙ্গাদের রোহিঙ্গাই বলুন। সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রসারের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ভাষাগত মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার মতো সাধারণ সমস্যা নিয়ে আলোচনাকে কাজে লাগানো যায় কিনা তা বিবেচনা করুন।

বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পের একটি ক্লিনিকের একজন স্বাস্থ্যকর্মী তার ভাবনা প্রকাশ করছেন।

ভাষাগত বাধা মানসম্মত সেবাপ্রাপ্তির সুযোগকে সীমিত করে

যেসব রোহিঙ্গাভাষী চাঁটগাঁইয়া বা বাংলা ভাষা জানেন না তারা তথ্য , সেবা এবং মানসম্মত সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই একভাষী। তারা প্রধানত অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত, নবাগত শরণার্থী এবং মহিলা।

সেবাদাতা এবং সেবাগ্রহীতা উভয়কেই যোগাযোগের জন্য একইরকম সংগ্রাম করতে হয়। সেবাদাতাগণ অস্পষ্ট বার্তা প্রচার করেন এবং তাদের পেশাগত ভাষা দক্ষতা কম। সাক্ষরতা এবং শিক্ষার স্তর কম থাকার কারণে সেবাগ্রহীতাগণ বার্তাগুলি বুঝতে পারেন না।

যেসব রোহিঙ্গাভাষী অন্যান্য ভাষা জানেন না, তারা এমন মানুষদের ওপর নির্ভর করেন যারা অন্য ভাষা জানেন। এর ফলে মানুষের ব্যক্তিগত সক্ষমতা হ্রাস পায় এবং মানুষের মানসম্মত সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে দোভাষী/অনুবাদকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের মূল্যায়ণে দেখা গেছে যে, সাধারণত মানবিক সংস্থাগুলি তাদের কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সেই ভূমিকা কার্যকরভাবে পালন করার মত দক্ষতা, প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা নিশ্চিত করছে না।

ভাষাগত বাধা মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগকে সীমিত করে

বিশেষ করে মহিলা এবং বয়স্কদের মধ্যে স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের ওপর আস্থা কম, যা সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ এবং গুণগত মানের ওপর প্রভাব ফেলে। ভাষা ও যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাগুলি এই সমস্যাগুলিকে আরো জটিল করে তোলে।

অধিকাংশ রোহিঙ্গা মানবিক স্বাস্থ্যসেবা নিলেও, সেবার মান এবং কার্যকারিতা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান।

কক্সবাজার জেলায় সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে। আমরা আমাদের গবেষণায় শুধুমাত্র মানবিক সংস্থা পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত প্রচারণা অন্তর্ভুক্ত করেছি।

আমরা এই গবেষণার জন্য যে খানা জরিপ চালিয়েছিলাম, তাতে দেখা যায় যে কক্সবাজারে নবাগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের হার অনেক বেশি (৯২ শতাংশ)। কিন্তু এদের মধ্যে ২৩ শতাংশ জানিয়েছেন যে, তারা তাদের সব প্রশ্নের উত্তর পাননি এবং স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার সময় সবকিছু বুঝতেও পারেননি। কয়েকজন তথ্যদাতা আমাদের জানিয়েছেন যে লাইসেন্সবিহীন ডাক্তাররাও দিনে ১৫০ জন পর্যন্ত রোগী দেখেন কারণ অনেক শরণার্থীই মানবিক সংস্থার ক্লিনিকগুলির তুলনায় তাদের ওপর বেশি আস্থা রাখেন।

শরণার্থীদের সাথে আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, অধিকাংশ রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রাথমিক স্বাস্থ্য সমস্যায় মানবিক সহায়তা প্রদানকারী নিকটস্থ ক্লিনিকগুলোতে যান। জটিলতর সমস্যায় ক্ষেত্রে তারা বিদেশের বড় বড় হাসপাতালগুলিতে যেতে পছন্দ করেন; যেমন মালয়েশিয়ান বা টার্কিশ হাসপাতালসমূহ। কুতুপালং-বালুখালি সম্প্রসারিত সাইটের খুব অল্প কিছু মানুষই বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান বলে জানিয়েছেন। বিদেশি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পছন্দ করার পেছনে যে সব কারণ রয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন, সেগুলো হলো: অধিক সময় খোলা থাকা, কম সময় অপেক্ষা করতে হওয়া, অধিকতর ভালো সেবা, উন্নতমানের ওষুধ এবং উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে মানবিক স্বাস্থ্যসেবার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা সীমিত হওয়ার পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ আছে, যেমন:

- সেবাদাতাদের সাথে একেবারেই কথাবার্তা বলতে না পারা বা পারলেও তা কার্যকর না হওয়া
- স্বাস্থ্য সেবাদাতাদের অভদ্র বা অসম্মানজনক ব্যবহার
- রোগীকে পরামর্শের দেয়ার জন্য ডাক্তারদের অল্প সময় দেওয়া
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে সাংস্কৃতিক বাধানিষেধ।

এই অভিযোগগুলি আলোচনার সময় বারবার উঠে এসেছে, যদিও একভাষী রোহিঙ্গারা, বিশেষত মহিলা ও বয়স্করা এই অভিযোগ সবচেয়ে বেশি জানিয়েছেন।

রোগী, ডাক্তার এবং দোভাষীদের বুঝতে ও বোঝাতে সমস্যা হয়

রোহিঙ্গা ভাষাভাষীরা বারবার যোগাযোগ সংক্রান্ত সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন এবং জানিয়েছেন যে কিছু ক্ষেত্রে সেই সমস্যার ফলাফল মারাত্মক হয়েছে।

"কিছুদিন আগে আমার বাচ্চাকে নিয়ে একটা ক্লিনিকে গিয়েছিলাম, ওর খুব জ্বর হয়েছিল। আমি ডাক্তারকে আমার বাচ্চার অসুখের কথা খুলে বলেছিলাম, কিন্তু মনে হল তিনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি।"

- ১৫-২৪ বছরের একজন নবাগত রোহিঙ্গাভাষী পুরুষ।

"আমি এই হাসপাতালে আমার বাচ্চার চিকিৎসা করিয়েছিলাম, কিন্তু আমি ডাক্তারের কথা কিছু বুঝতে পারি নি। তিনি ওষুধের প্যাকেটের গায়ে কিছু দাগ দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি সেটা বুঝিনি। এর ফলে আমি আমার বাচ্চাকে অতিরিক্ত মাত্রায় ওষুধ দিয়ে ফেলি আর সে অজ্ঞান হয়ে যায়।"

- ১৫-২৪ বছর বয়সী নবাগত একজন রোহিঙ্গাভাষী পুরুষ।

অনেক রোগী শুধু রোহিঙ্গা ভাষাই জানেন। তারা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগের জন্য পুরোপুরি দোভাষীর উপর নির্ভরশীল। প্রায়শই এই দোভাষীরা হলেন সেই সকল কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী যারা ডাক্তারদের সাথে বাংলায় কথা বলেন এবং রোহিঙ্গা ভাষার সাথে মিল থাকায়, রোগীদের সাথে চাঁটগাঁইয়া ভাষায় কোনোরকমে কথাবার্তা বলতে পারেন। আমাদের সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, এই দোভাষীদের প্রায়শই রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমস্যা হয়।

রোহিঙ্গা এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষার মধ্যে পার্থক্যগুলি বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে তোলে। রোহিঙ্গা এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষায় আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ কিছু শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ায়, খুব সহজেই প্রেসক্রিপশন বুঝতে ভুল হতে পারে। এর ফলে রোগীরা হয়ত সঠিক সময়ে বা সঠিক মাত্রায় ওষুধ নেন না।

"যখন [বাংলাদেশিরা] *বিকাল* বলে তখন 'অপরাহ্ণ' বোঝায় [বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সময়], কিন্তু রোহিঙ্গারা *বিকাল*, শুনলে 'রাত' বোঝে।"

- ১৫-২৪ বছর বয়সী একজন নবাগত রোহিঙ্গাভাষী পুরুষ।

বিশেষত অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য সমস্যার কথা বুঝিয়ে বলা আরও বেশি কঠিন। আংশিকভাবে এর কারণ হল যা দেখা যায় না সেটা বুঝিয়ে বলার সহজাত সমস্যা। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব এই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। মানবদেহের গঠন সম্পর্কে সাধারণ ভুল ধারনাগুলির মধ্যে রয়েছে, লিভার বুকের মধ্যে থাকে, পেটে নয়। তাই মানুষ বুকের ব্যথাকে লিভারের (হইল্লা) ব্যথা বলে বর্ণনা করে।

"আমি যদি শরীরের ভিতরের কোন রোগ বা হার্টের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চাই, যেটা দেখানো যায় না, তাহলে সেটা বোঝানো খুব কঠিন হয়।"

- ১৫-২৪ বছর বয়সী একজন নবাগত রোহিঙ্গাভাষী পুরুষ।

স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলার সময় ডাক্তার এবং রোগীরা ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রেক্ষাপট থেকে কথা বলেন। রোহিঙ্গা সমাজের ঐতিহ্যগত চিকিৎসাশাস্ত্রে, সুস্বাস্থ্য এবং অসুস্থতার কারণ হিসেবে শরীরের তরলে ভারসাম্যের অভাব এবং অতিপ্রাকৃত শক্তিকে দায়ী করা হয়। বর্তমানে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পাশ্চাত্য চিকিৎসার বিষয়ে ধারণা এই ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে সাধারণভাবে এই বিশ্বাস রয়েছে যে ইনজেকশন যেহেতু শরীরের মধ্যে তরল প্রবেশ করায় তাই তা বড়ি খাওয়া থেকে বেশি কার্যকর।

একজন ফার্মাসিস্ট শরণার্থী ক্যাম্পের ক্লিনিকে একজন রোহিঙ্গা মহিলাকে ওষুধ বণ্টন করছেন। ফটোক্রেডিট: টি.ডব্লিউ.বি / ফাহিম হাসান আহাদ

"আগে তারা মনে করত খাওয়ার ওষুধ রোগের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট নয়। কেবল ইনজেকশন এবং স্যালাইন এ কিছু কাজ হতে পারে।"

- একজন বাংলাভাষী ফিল্ড সুপারভাইজার

এই রোহিঙ্গাভাষী রোগীরা নিজেদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে জড়িত থাকতে চান, কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষাগত বাধার কারণে তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান কম, ফলে তারা তা পারেন না।

মহিলাদের স্বাস্থ্য সমস্যার বিষয়ে বুঝতে এবং বোঝাতে বেশি সমস্যা হয়। এর একটি কারণ হল তাদের অন্যান্য ভাষা শেখার সীমিত সুযোগ থাকে।

“যখন আমার স্ত্রী ক্লিনিকে যায়, আমাকে সবসময় তার সাথে যেতে হয়। কারণ ক্লিনিকে যে ভাষায় কথা বলা হয় তা সে বোঝে না। আমরা পুরুষরা বাইরে যাই, বাংলাদেশী মানুষের সাথে কথাবার্তা বলি, ত্রাণ সংগ্রহ করি, তাই আমরা প্রায় ২০ শতাংশের মতো বাংলা ভাষা বুঝতে পারি। তবে মহিলারা সবসময় ঘরেই বসে থাকে তাই তারা বাংলা ভাষা বুঝতে পারে না।”

- ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী একজন নবাগত রোহিঙ্গাভাষী পুরুষ

বাংলা এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষী স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সাথে কথা বলে আমরা দেখেছি যে, কেউ কেউ মৌখিকভাবে যোগাযোগ করা এড়িয়ে ভুল অনুবাদের মাধ্যমে কাজ চালাচ্ছেন। এটি বিশেষত তারা করছেন যারা কিছু সময় ধরে এই সহায়তা কর্মকাণ্ডে কাজ করছেন।

"রোহিঙ্গা রোগী এবং বাংলা ভাষাভাষী ডাক্তার বাংলা ভাষায় কথা বলছিলেন। (...) রোগী ভালোভাবে বাংলা বলতে পারেন না এবং ডাক্তার রোহিঙ্গা ভাষায় কথা বলতে পারেন না তাই তারা হাতের ইশারায় এবং একই শব্দের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে একে অপরের সাথে কথা বলছিলেন।"

- একটি ক্লিনিক পরিদর্শনের সময় পর্যবেক্ষণের নোট

স্পষ্ট দ্বি-মুখী যোগাযোগ ছাড়া রোগ নির্ণয় ও ওষুধ প্রেস্ক্রাইব করলে ভুল রোগ নির্ণয় ও ভুল চিকিৎসা করা হতে পারে। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে কিভাবে দক্ষ দোভাষীর অভাবে স্বাস্থ্যসেবাগুলি রোগী-কেন্দ্রিক হতে বা সকলকে সমান সেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক রীতিনীতি উপযুক্ত সেবা প্রাপ্তিতে বাধাদান করে

চিকিৎসাবিষয়ক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিভাষায় ব্যবহারিক দক্ষতা ছাড়াও কার্যকরভাবে সেবাদানের জন্য দোভাষীদের সাংস্কৃতিক সচেতনতাও থাকা প্রয়োজন। তাদের সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত সূক্ষ্ম তারতম্যগুলি সঠিকভাবে প্রকাশ করার গুরুত্ব বোঝা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করার জন্য এই সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা অপরিহার্য।

আমরা বেশ কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে ভাষা এবং সাংস্কৃতিক বাধার কারণে রোগীরা তাদের উপসর্গ নিয়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে আলোচনা করতে চাননি। ডাক্তার ও দোভাষীদের ভাষায় উপযুক্ত দক্ষতা বা সাংস্কৃতিক সচেতনতা না থাকার কারণে রোগীরা রোগী-কেন্দ্রিক ও ন্যায্য সেবা থেকে বঞ্চিত হন।

রোহিঙ্গাদের সাংস্কৃতিক বাধানিষেধের কারণে মহিলারা পুরুষদের সাথে বা তাদের উপস্থিতিতে মহিলাদের শরীরের অঙ্গ বা সেগুলির কাজ নিয়ে কথা বলতে পারেন না। সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে মহিলা কর্মী না থাকলে অনেক মহিলাই ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য যান না।

"কখনও কখনও মহিলা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শব্দগুলি বুঝিয়ে বলতে সমস্যা হয়, বিশেষত যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে। যেহেতু অধিকাংশ ডাক্তার পুরুষ, তাই মহিলারা তাদের সমস্যাগুলি বুঝিয়ে বলতে লজ্জা বোধ করেন। তারা তাদের জননাঙ্গ বা গোপনাঙ্গের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করেন। কখনও কখনও তারা চুপ করে থাকেন এবং তাদের অসুস্থতা এবং স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে কাউকে কিছু জানান না।"

- ২৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী একজন চাঁটগাঁইয়া ভাষী পুরুষ

এই পরিস্থিতিতে মহিলারা প্রায়শই আকার ইঙ্গিতে এবং ঘুরিয়ে বলে তাদের উপসর্গ বোঝানোর চেষ্টা করেন। এটি রোগীদের এইসব সংকেত দোভাষীরা বোঝেন কি না তার উপর নির্ভর করে।

সাংস্কৃতিক সচেতনতার অভাব আস্থাকে প্রভাবিত করে

এছাড়াও রোহিঙ্গা রোগীরা অভদ্র বা অসম্মানজনক ব্যবহারের অভিযোগ করেছেন। এই ঘটনাগুলি প্রায়শই সংস্কৃতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব বা রোগীদের ভাষা সংক্রান্ত চাহিদাগুলি পূরণের অনিচ্ছার সাথে যুক্ত।

"একবার আমার পায়ে ব্যথার জন্য আমাকে কিছু ওষুধ দেওয়া হয়েছিল এবং এতে আমার খুব উপকার হয়। আমি যখন হাসপাতালে আমাকে যে ওষুধ দেয়া হয়েছিল তা আবার নিতে গেছিলাম তখন ডাক্তার আমাকে বললেন: 'এটা চাল নয় যে তুমি যত চাইবে আমি তত দেব।' আমার এটা খুব খারাপ লেগেছে।"

- পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন রোহিঙ্গাভাষী পুরুষ।

"ডাক্তাররা বলেন যে ভাষা না বুঝতে পারলে আপনার এখানে আসার দরকার নেই"

- ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী একজন নবাগত রোহিঙ্গা পুরুষ।

অনেক রোহিঙ্গা তাদের সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে তাদের ভুল ওষুধ প্রেস্ক্রাইব করা হয়েছে, বা সব অসুখের জন্য সাধারণ ব্যথার ওষুধ লিখে দেয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের চিকিৎসার মান সম্পর্কে সন্দেহ এই ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে যে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা তাদের কল্যাণ নিয়ে আদৌ চিন্তিত নয়।

"একবার আমার পা অনেকটা কেটে যাওয়ায় হাসপাতালে গিয়েছিলাম। ডাক্তার সার্জারী করেছিলেন এবং আমাকে কেবল কয়েকটি প্যারাসিটামল দিয়েছিলেন। আমি যখন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কেবল প্যারাসিটামল কেন দিচ্ছেন, তিনি বলেছিলেন, 'নিতে চাইলে নিন, নয়তো যেতে পারেন।' তাই আমি ওষুধটা ফেলে দিয়ে চলে এসেছিলাম।"

- পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন রোহিঙ্গাভাষী পুরুষ।

সাংস্কৃতিক প্রথার কারণে রোগীরা আশংকা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন

সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এমন বেশিরভাগ বাংলা এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষী স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা মনে করেন না যে ভাষা এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনও গুরুতর সমস্যা রয়েছে।

“আসলে ভাষা নিয়ে আমি কোনও সমস্যা দেখতে পাইনি। যদি কোনও রোগী আমার বা অন্য কারো কথা বুঝতে না পারেন তবে তারা আবার জিজ্ঞাসা করেন আর তারপরে বুঝতে পারেন। রোগীরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে না পারা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে থাকলে আমার খুব ভালো লাগে। ”

- একজন বাংলাভাষী মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

"ডাক্তার এবং নার্সদের মধ্যকার সম্পর্কে উন্নতি হয়েছে, রোগী এবং ডাক্তারদের মধ্যেও ভাল সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের আগে ভাষা নিয়ে সমস্যা হত তবে এখন এটা সহজ হয়ে গেছে।”

- একজন বাংলাভাষী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ম্যানেজার।

এমন হতে পারে যে চিকিৎসা কর্মীরা রোগীরা যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হন সেগুলি সম্পর্কে জানেন না কারণ রোগীরা তাদের সামনে অভিযোগ করতে চান না।

আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে রোহিঙ্গা রোগীরা স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে প্রায়শই অসন্তুষ্ট হলেও তারা সাধারণত স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের কাছে তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না। এর পিছনে একই সাথে সংস্কৃতি, বাস্তববোধ এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব কাজ করছে বলে মনে হয়। নিজের অভাব পুরোপুরি জানতে না দিয়ে সমাজে মুখ রক্ষা করার পাশাপাশি সমালোচনা করলে সেবা বন্ধ করে দেয়া হবে এই আশংকা কাজ করছে। রোগী-কেন্দ্রিক সেবা এবং মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবার অধিকারের সাথে তার সম্পর্কের ধারণাও তাদের কাছে অপরিচিত।

“কেউ আমাদের এই [ভাষাগত] সমস্যাগুলোয় সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে না আর আমরা কীভাবে অভিযোগ করব তাও জানি না। আর আমরা অভিযোগ করার সাহসও করি না। ”

- - পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন রোহিঙ্গাভাষী পুরুষ।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে, একজন রোগীর সমস্যাগুলি ভালোভাবে বুঝতে পারা যায় এমন একটি সংলাপ গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট বিচক্ষণতা, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং সময়ের প্রয়োজন। আরও সুস্পষ্ট বার্তা প্রদান এবং রোগী-কেন্দ্রিক সেবা ও যোগাযোগে বিনিয়োগ স্বাস্থ্যসেবাগুলির প্রকৃত এবং ধারণাকৃত মানের উন্নতির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অবদান রাখতে পারে।

একটি কাল্পনিক দৃশ্যকল্প যেখানে অপ্রশিক্ষিত দোভাষীদের ওপর নির্ভর করার অসুবিধাগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

নীচের কাল্পনিক দৃশ্যকল্পটিতে কুতুপালং-বালুখালী সম্প্রসারণ সাইট এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার মান সম্পর্কিত সমস্যাগুলির তুলে ধরা হয়েছে। দাতব্য ক্লিনিকগুলিতে আমরা যা পর্যবেক্ষণ করেছি এবং সেই সাথে কর্মসূচীর ম্যানেজার, ডাক্তার, নার্স, কমিউনিটির স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবী এবং রোগীরা তাদের অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার থেকে আমরা এটি তৈরি করেছি।

দৃশ্যকল্প: মোমেনা "গোসলের সময় ব্যথা"-র

অভিযোগ করছেন। ভুল রোগ নির্ণয়: সামান্য মচকে গেছে

মোমেনা এক রোহিঙ্গা তরুণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি কুতুপালং ক্যাম্পে তার শেল্টার থেকে প্রায় আধ ঘণ্টার হাঁটা পথ। তিনি ঘরের একটি কোণায় বসে ঠোঁট কামড়ে ব্যথা সহ্য করছেন।

মোমেনার গত বেশ কয়েক মাস ধরে অনিয়মিত ও ভারী রক্তপাতসহ মাসিক হচ্ছে। কোমরে ব্যথা এবং খিল ধরা নিয়ে তাকে বেশ কয়েক দিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছে। তার পক্ষে তার দুটি ছোট বাচ্চার দেখাশোনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে, ফলে তার স্বামীর সাথেও ঝগড়াঝাঁটি লেগে আছে।

জসিম একজন কলেজ পাশ করা চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষী তরুণ যিনি সম্প্রতি সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দোভাষী হিসাবে যোগদান করেছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত মোমেনাকে ডাক্তারের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার রফিক বাংলাভাষী এবং তিনি একটি ডেস্কের পিছনে বসে মোমেনার স্বাস্থ্য রেকর্ড দেখছেন। মোমেনা হলেন ডাক্তার এবং দোভাষীর আজকের ৫৫তম রোগী এবং বাইরে ও ওয়েটিংরুমে আরো বহু রোগী লাইনে রয়েছে।

ডাক্তার রফিক মোমেনার কাছে তার আসার কারণ জানতে চাইলেন; জসিম ভাষান্তর করছেন। মোমেনা অস্বস্তি বোধ করছেন এবং চুপ করে বসে আছেন। তিনি এমনভাবে দরজার দিকে তাকাচ্ছেন যেন আরো কেউ আসার অপেক্ষা করছেন। জসিম প্রশ্নটি পুনরায় করলেন এবং এবারও কোনো উত্তর নেই। ডাক্তার এবং জসিম উভয়ই অধৈর্য হয়ে উঠলেন এবং শেষ পর্যন্ত জসিম চেঁচিয়ে প্রশ্নটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

মোমেনা চমকে উঠে উত্তর দিল: "আমার ননদ আমাকে বলেছিল যে এখানে মহিলা দোভাষী আছে। আমি কি কোনও মহিলার সাথে কথা বলতে পারি? জসিম এই প্রশ্নটি ডাক্তারের জন্য অনুবাদ না করে মোমেনাকে সরাসরি উত্তর দিলেন: "দুইজন মহিলা কর্মীই অসুস্থ তাই তারা এই সপ্তাহে কাজ করছেন না। আপনার যদি সাহায্যের দরকার থাকে তাহলে আমার সাথেই কথা বলতে হবে।"

মোমেনা একবার ভাবল যে একজন পুরুষের সাথে তার মেয়েলি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার থেকে চলে যাওয়া ভালো কিন্তু তার প্রচণ্ড ব্যথা করছিল। সে তার পিঠের নীচের দিকে কোমর ধরে খুব নিচু গলায় বলে, *"গুসোল'অর সত বেশি দরদ গরা।"*

জসিম ডাক্তার রফিককে এটি অনুবাদ করে বলেন: "গোসলের সময় ওনার ব্যথা হচ্ছে।" জসিম বুঝতে পারেন না যে, *গুসল* শব্দটি দিয়ে রোহিঙ্গা ভাষায় মাসিকও বোঝানো হয়।

মোমেনার অস্বস্তি দেখে, ডাক্তার রফিক ক্যাম্পে কাজ করার সময় যে কয়েকটি রোহিঙ্গা শব্দ শিখেছিলেন সেগুলি বলে তাকে স্বচ্ছন্দ করার চেষ্টা করলেন এবং মোমেনাকে বোরকা ও ব্লাউজ তুলে পীঠ দেখাতে বললেন। মোমেনা অনিচ্ছার সাথে তা করলেন। তিনি তার পিঠের নীচের দিক পরীক্ষা করলেন। তিনি তার মেরুদণ্ড একটু টিপে জিজ্ঞাসা করলেন যে মোমেনা সম্প্রতি কখনো পড়ে গেছেন কিনা। তিনি মাথা নেড়ে না বললেন।

সামান্য মচকে গেছে মনে করে ডাক্তার তাকে প্যারাসিটামল এবং একটি মলম দিলেন।

ডাক্তার সেটা মোমেনাকে বললেন না, পরিবর্তে সরাসরি জসিমকে বললেন। জসিম মোমেনাকে এটুকুই বললেন যে তাকে ব্যথার জন্য কিছু ওষুধ দেয়া হবে। তারপরে তিনি ডাক্তার রফিকের লেখা প্রেসক্রিপশন স্লিপ দিয়ে ফার্মেসিতে যেতে বললেন।

মোমেনাকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিতে ডাক্তারের পাঁচ মিনিটেরও কম সময় লেগেছে।

উপসংহার: কোনো মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী বা দোভাষী না থাকায় মোমেনা তার সমস্যা ঘুরিয়ে বলেছে। দোভাষী এই ঘুরিয়ে বলা কথার অর্থ বুঝতে পারেননি। এছাড়াও তিনি ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগে সহায়তা করেননি। রোগীকে স্বচ্ছন্দ করে তার সমস্যা জানার জন্যে ডাক্তারও তেমন চেষ্টা করেননি। এর ফলে তারা দুজনেই সেই উক্ত ও অনুক্ত ইঙ্গিতগুলি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যা তাদের মোমেনার সমস্যা বুঝতে সাহায্য করতে পারত।

সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করে

ক্যাম্পগুলিতে অল্পবয়স্ক রোহিঙ্গা মা এবং বয়স্ক রোহিঙ্গা মহিলারা সবচেয়ে অসহায় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অন্যতম। উভয় গোষ্ঠীরই বেশিরভাগ মহিলা শুধুমাত্র রোহিঙ্গা ভাষায় কথা বলতে পারেন এবং তাদের প্রথাগত শিক্ষার হার কম। সাংস্কৃতিক বাধানিষেধ ও সীমাবদ্ধতার কারণে অল্প বয়স্ক মায়েদের পক্ষে ঘর থেকে বেরিয়ে ক্লিনিকে আসা কঠিন।

সাক্ষাৎকারে অল্প কিছু মানুষ বলেছেন যে মহিলারা যখন এত বাধা পেরিয়ে চিকিৎসা করাতে আসেন তখন স্বাস্থ্য কর্মীদের উচিত তাদের যতটা সম্ভব সাহায্য করা। এর মধ্যে একটি পরামর্শ ছিল সাহায্যের জন্য মহিলাদের সাথে পরিবারের একজন সদস্যকে থাকতে দেয়া।

"[একজন মহিলা] প্রসব বেদনায় ছটফট করছিলেন। তিনি চিৎকার করে *মা! মা!* বলে ডাকছিলেন। তার মা প্রসব কক্ষের ঠিক বাইরেই ছিলেন কিন্তু তাকে ভিতরে যেতে দেয়া হয়নি। নার্স প্রসব বেদনায় কাতর মহিলাকে বলেছিলেন, 'এটা চিৎকার করার জায়গা নয়। আমি যা বলব তাই করতে হবে'।"

– একজন রোহিঙ্গা-ভাষী মহিলা যিনি কমিউনিটি স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীদের তদারকি করেন।

মহিলাদের ঠিক এই সীমাবদ্ধতাগুলোর কারণেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে **বহুভাষী** মহিলারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। স্বাস্থ্য সেবায় কর্মরত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের বেশিরভাগই পুরুষ: প্রথাগতভাবে মহিলারা সচরাচর এই সব ভূমিকায় কাজ করতেন না, এর একটি কারণ ছিল তাদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিয়ে আশংকা।

তবুও যে কয়েকজন মহিলা কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন, তাদের মূল্য অপরিসীম। স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান এবং সামাজিক ভাষাগত দক্ষতা আছে এমন একজন মহিলা মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্য, টিকা সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা ও গুজব এবং প্রথাগত চিকিৎসার মতো বিষয়গুলি নিয়ে রোগীদের সাথে কার্যকরভাবে আলোচনা করতে পারেন। এটি বিশেষভাবে স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিতে যে যে বিষয়গুলি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে সেগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

"মহিলাদের ক্যাম্পগুলিতে কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাম্পগুলিতে মোট জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশই নারী, তবুও আমাদের সমস্ত কর্মচারী পুরুষ। মহিলারা বাড়ির ভিতরে থাকেন এবং তারা পুরুষ কর্মীদের সামনে আসেন না। তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের মহিলা কর্মীর দরকার ... "

– একজন রোহিঙ্গা-ভাষী পুরুষ, যিনি সুশীল সমাজের নেতা

কমিউনিটি স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের তাদের সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগগুলির সমাধান করতে হবে এবং তারা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে একথা বলে তাদের সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

একটি কাল্পনিক দৃশ্যকল্প যা সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার গুরুত্ব চিত্রিত করে

মানবিক সহায়তা প্রদানকারী ক্লিনিকগুলিতে আমাদের পর্যবেক্ষণ এবং কর্মসূচীর ম্যানেজার, ডাক্তার, নার্স, কমিউনিটি হেলথ **ভলান্টিয়ার** এবং রোগীরা তাদের অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার থেকে আমরা এ দৃশ্যকল্পটি তৈরি করেছি।

দৃশ্যকল্প: বয়স্ক মহিলারা প্রথাগত বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং তারা স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের বিশ্বাস করেন না।

"যদি আপনার পরিবারের কেউ হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করে দেয় এবং একা একা থাকে বা সে যদি নিজের ক্ষতি করার চেষ্টা করে তবে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।" কুতুপালং সম্প্রসারণ ক্যাম্পে কর্মরত আয়েশা খাতুন নামের একজন চাঁটগাঁইয়া স্বাস্থ্যকর্মী একটি মহিলা সেবা কেন্দ্রের একদল রোহিঙ্গা মহিলাকে এই পরামর্শ দিচ্ছেন।

আয়েশা উখিয়ায় থাকেন, যা কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলির সবচেয়ে কাছের শহর। তার মাতৃভাষা চাঁটগাঁইয়া, যদিও তিনি বাংলাতেও সাবলীল। রোহিঙ্গা ভাষায় তার মোটামুটি দক্ষতা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের কারণে তিনি ক্যাম্পের যে ব্লকগুলিতে কাজ করেন সেখানে সকলে তাকে বেশ পছন্দ করেন।

আজ সকালে মহিলা সেবা কেন্দ্রে উপস্থিত মহিলাদের বয়স ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। বেশ কয়েকজন মহিলা তাদের সন্তানদের সাথে নিয়ে এসেছেন। বাচ্চাদের চিৎকার ও খেলাধুলায় ঘরটি কোলাহলে ভরে থাকলেও মহিলারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মগ্ন ছিলেন।

"তবে আমার শাশুড়ি বলেছিলেন যে আমার মেয়ের প্রথমে ইমামের কাছে গিয়ে দোয়া-পড়া পানি নেয়া উচিত", এক তরুণী শান্ত স্বরে বললেন। "উনি বলেছেন যে এতটা পথ হেঁটে ক্যাম্পে আসার সময় আমার মেয়েকে *জিনে* ধরে থাকতে পারে। আমরা এখানে আসার পর থেকে সে কথা বলেনি।"

অন্য মহিলারা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

প্রাক-ইসলামিক ও ইসলামিক প্রেক্ষাপটে *জিন* শব্দটি এমন অলৌকিক জীব বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যা না ভালো, না মন্দ। তাদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না, তবে মানুষের সাথে একই স্থানে বাস করে এবং কখনও কখনও মানুষের ওপর ভর করতে পারে।

আয়েশা সভার শুরুতেই বলেছিলেন যে আজ তারা মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলবেন। এটি দলের মহিলাদের জন্য একটি অপরিচিত ধারণা ছিল, ঠিক যেমনটি এনজিওতে কাজ করার আগে আয়েশার জন্যেও ছিল। তবে আয়েশা আশা করেননি যে তিনি মহিলাদের সাথে জিন বা বদনজর লাগা নিয়ে কথা বলবেন। আয়েশা উত্তর দেবার আগেই একজন বয়স্ক মহিলা বলে উঠলেন।
"এই বাঙালিরা আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে কী জানে?" তিনি বললেন। "আমাদের মাথায় কি চলছে তা তাদের আমাদেরকে শেখানোর দরকার নেই। *জিন* এবং *নজর* (খারাপ দৃষ্টি) আমাদের ধর্মেরই অংশ। আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা নিয়ে তর্ক করা উচিত না।"

"কিছু জিনিস প্যারাসিটামল দিয়ে সারানো যায় না!" আরেকজন মহিলা টিপ্পনী কাটলেন। অন্য মহিলারা সে কথায় হেসে সম্মতি জানালেন।

আয়েশার মনে সংশয় দেখা দিল। অনেক সময় এমন হয়েছে যে কয়েকজন মহিলা তার কথার সাথে সম্মত হয়নি বা স্রেফ চলে গিয়েছে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এই মহিলারা তার কথায় অপমান বোধ করছে। তিনি এক বছর আগের প্রশিক্ষণে কী শিখেছিলেন তা মনে করার চেষ্টা করলেন। যদিও প্রশিক্ষণটিতে অনেক বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল, তবে তাতে ধর্মীয় সংবেদনশীলতার বিষয়ে তেমন কিছু বলা হয়নি। উনি বুঝছিলেন নিজেকে বুদ্ধি করে কথা বলতে হবে।

"ওষুধ আপনার শরীরের জন্য আর দোয়া-পড়া পানি আপনার আত্মার জন্য। আমাদের দুটোই প্রয়োজন, তবে প্রথমে চিকিৎসা করানোই ভালো কারণ সবসময় ডাক্তার পাওয়া যায় না। আপনি যে কোনও সময় ইমামের কাছে যেতে পারেন", আয়েশা পরামর্শ দেন।

প্রবীণ মহিলাদের এই যুক্তি মনঃপূত হয় এবং আয়েশা আর কি বলেন শোনার জন্য তারা কাছাকাছি এসে বসেন।

আয়েশা কেবলমাত্র মহিলাদের সন্তুষ্ট করার জন্য এটি বলেননি। তিনি নিজেও এটা বিশ্বাস করেন। তিনি মাথাব্যথা কমাতে প্যারাসিটামল খান, কিন্তু যখন তার দুঃখ বা দুশ্চিন্তা হয়, তখন তিনি তার দাদীর দেওয়া দোয়া-পড়া *তাবিজের* শরনাপন্ন হন।

উপসংহার: স্বাস্থ্য সম্পর্কে কথাবার্তা বলার জন্য ঐতিহ্যগত বিশ্বাসগুলি বোঝা এবং সম্মান করা গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মী কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে এবং স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকে উৎসাহিত করতে রোহিঙ্গাদের সনাতন প্রথাগুলি সম্পর্কে নিজস্ব জ্ঞান ব্যবহার করেছেন।

ভাষাগত বাধা মানসম্মত শিক্ষা সেবা প্রাপ্তির সুযোগকে সীমিত করে

বোঝাপড়ার অভাব বিশ্বাসকে দুর্বল করে। যখন বহু শিক্ষক এবং বেশিরভাগ পিতামাতাই শিক্ষানীতি এবং শিক্ষণের নতুন পদ্ধতিগুলি বোঝেন না, তখন ভুল বোঝাবুঝি এবং ভুল যোগাযোগের কারণে শিক্ষার সুযোগ এবং মান কমতে থাকে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্রগুলির শিক্ষার মান নিয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন। শিক্ষা সেবা প্রদানকারীদের স্পষ্ট কোনও নির্দেশনা পাননি যে ১ম শ্রেণীর পরে এবং শেখার প্রধান ভাষা হিসাবে রোহিঙ্গা ভাষা ব্যবহার করা যাবে কিনা। শিক্ষকরা তাদের নিজস্ব মিয়ানমার এবং ইংরেজি ভাষার দক্ষতা নিয়ে এবং শিক্ষার্থীদেরকে নতুন করে এই ভাষাগুলিতে লেখাপড়ায় সহায়তা করতে সমস্যায় পড়ছেন। শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষক তত্ত্বাবধায়করা একটি বহু-ভাষিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে অপরিচিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে এবং জানাতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

এর ফলে যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে তার কারণে শিক্ষার্থীদের এই বহু-ভাষিক প্রেক্ষাপটে কার্যকরভাবে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ হারানোর ঝুঁকি রয়েছে।

বেশিরভাগ রোহিঙ্গা শিশু মানবিক শিক্ষা সেবা গ্রহণ করলেও বহু মাতাপিতাই শিক্ষার মান ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান।

কক্সবাজারের শরণার্থী ক্যাম্পগুলিতে মানবিক সংস্থাগুলি অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্রের (টেম্পোরারি লার্নিং সেন্টার বা টি.এল.সি) মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে। তার পাশাপাশি, জনগোষ্ঠী মাদ্রাসা বা ধর্মীয় স্কুল এবং কমিউনিটি স্কুলগুলি পরিচালনা করে।

২০১৯ সালের একটি মূল্যায়নে[1] দেখা গেছে যে ক্যাম্পগুলিতে তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের ৬৪ শতাংশ শিশু স্কুল বা অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছিল। কিন্তু ছয় বছর বয়সের পরে উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রে উপস্থিতি অনেকটাই কমে গেছে, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিমাণে। শিশুদের বয়স ১৫ থেকে ১৮ বছর হলে তাদের মাত্র ১ শতাংশ মেয়ে এবং ৯ শতাংশ ছেলে স্কুলে যেত।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে বয়ঃসন্ধির পরে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া সম্পর্কে সাংস্কৃতিক বাধানিষেধ শিক্ষাগ্রহণের সুযোগের ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসতে সময় লাগবে এবং এই গবেষণায় সরাসরি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। তবে, শিক্ষা সম্পর্কে টি.ডব্লিউ.বি-র আরেকটি সমান্তরাল গবেষণায়[2] দেখা গেছে যে ক্যাম্পগুলিতে অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে প্রদত্ত শিক্ষা সম্পর্কে সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে একটি সাধারণ উদ্বেগ রয়েছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সাড়াদানে কার্যকর ও বিশ্বস্ত শিক্ষা সেবা প্রদানে ভাষা কি ভূমিকা রাখতে পারে সেই সম্পর্কে আমাদের গবেষণায় যা জানা গেছে তা নিচে বিশ্লেষণ করা হল।

সাড়াদানের প্রথম দিকে, অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে খেলাধুলা-ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর খুব বেশি নির্ভর করা হত। আংশিকভাবে এর লক্ষ্য ছিল উদ্বাস্তু হওয়ার কষ্টকর অভিজ্ঞতার পরবর্তীতে মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা। তবে এই পদ্ধতির সম্ভাব্য সুফলগুলি কার্যকরভাবে কাউকে জানানো হয়নি। ফলস্বরূপ, আমরা দেখেছি যে শিক্ষক, পিতামাতা এবং এমনকি শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির তেমন কোনও গুরুত্ব নেই।

1 REACH, ইউনিসেফ। শিক্ষা সংক্রান্ত চাহিদার মূল্যায়ন, কক্সবাজার, এপ্রিল ২০১৯

2 টি.ডব্লিউ.বি, ইউনিসেফ (২০১৯) ভাষা, শিক্ষা এবং কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী সম্প্রদায় [.....] এই ফলাফলটি সাম্প্রতিক আরেকটি গবেষণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ: অলনি, জে. হক, এন. এবং মোবারক, আর. (২০১৯) উই মাস্ট প্রিভেন্ট এ লস্ট জেনারেশন: কমিউনিটি লেড এডুকেশন ইন রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্পস, PRIO

"আমরা কেবল সেখানে [প্রাক্তন অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্র] খেলাধুলা করতাম আর সেখানে আমাদের কিছু শেখানো হত না, সে কারণেই আমরা সেখানে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।"

- রোহিঙ্গা-ভাষী ১০ থেকে ১২ বছর বয়সী একটি মেয়ে

অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্রগুলি এখন লার্নিং কমপিটেনস ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাপ্রোচ (এল.সি.এফ.এ) এর শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর শিশু-বান্ধব পদ্ধতিগুলি রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় বাংলাদেশী উভয়েরই পরিচিত মুখস্থ করার মাধ্যমে শেখা এবং শেখানোর পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। শিশুদের শিখতে সহায়তা করার জন্য শিক্ষকদের খেলা, গান এবং ভিজ্যুয়াল উপকরণ ব্যবহার করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। সম্প্রদায়ের অনেক সদস্যদের জন্যেই এই অপরিচিত পদ্ধতিগুলির অর্থ হল অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্রগুলি শেখার দিকে তেমন গুরুত্ব দেয় না।

অভিভাবকরা রোহিঙ্গা শিক্ষকদের শিক্ষাদানের দক্ষতার পরিবর্তে মিয়ানমার ভাষার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

এছাড়াও, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত স্তর জানার জন্য প্রাথমিক মূল্যায়ন ইংরেজি এবং মিয়ানমার ভাষায় করা হয়েছিল। ফলে, যে শিক্ষার্থীরা সেই ভাষাগুলিতে ততটা দক্ষ নয় তারা গণিতের মতো অন্যান্য বিষয়েও তাদের দক্ষতা দেখাতে পারেনি। অনেক পরিবারেরই মনে হয়েছে যে এই কারণে বহু শিক্ষার্থীকে ভুলভাবে নিচু ক্লাসে ভর্তি করা হয়েছে।

মানবিক সহায়তামূলক শিক্ষা পদ্ধতির ওপর আস্থার অভাবের কারণে শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ভর্তি ও উপস্থিতি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আরও কার্যকর যোগাযোগ পিতামাতাদের এই অনাস্থা কাটিয়ে উঠতে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিকল্পনা করতে সহায়তা করতে পারে।

শ্রেণিকক্ষে ভাষা

অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্রগুলি সম্পর্কে পিতামাতার উদ্বেগগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রদত্ত শিক্ষা থেকে যাতে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত টি.ডব্লিউ.বি গবেষণায় দেখা গেছে যে শিক্ষকেরা অপরিচিত পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করবেন ও সেই সাথে শ্রেণীকক্ষে রোহিঙ্গা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী নন।

এল.সি.এফ.এ-র শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতিটি শিক্ষক, পিতা-মাতা এবং শিশুদের জন্যেও নতুন। এছাড়াও এল.সি.এফ.এ-তে মাতৃভাষা ভিত্তিক বহু-ভাষিক পদ্ধতির সুপারিশ করা হয় যা বহু-ভাষিক প্রেক্ষাপটে সেরা পন্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।[3] এই পদ্ধতিতে, শিশুরা তাদের মাতৃভাষায় নতুন নতুন ধারণা এবং যোগাযোগের উপায়গুলি শেখার পাশাপাশি ধীরে ধীরে অন্যান্য ভাষাগুলি শেখে ও সেই ভাষাগুলিতে লেখাপড়া করা শুরু করে।

যদিও শিক্ষণ এবং ভাষা, এই উভয় পদ্ধতিই ইতিবাচক, কিন্তু শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করে এবং সাক্ষাৎকার নিয়ে জানা গেছে যে বাস্তবে এর প্রয়োগ এবং এল.সি.এফ.এ নির্দেশিত আদর্শের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থেকে যাচ্ছে।

যতগুলি পাঠদান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে সেগুলির সবগুলিই বহুভাষিক ছিল এবং শিক্ষকরা ঘন ঘন শিক্ষণের ভাষা (মায়ানমার বা ইংরেজী) এবং রোহিঙ্গা বা চাঁটগাঁইয়ার (শিক্ষকদের নিজস্ব মাতৃভাষা) মধ্যে ভাষা পরিবর্তন করছিলেন। পাঠদানের সময় মূলত শিক্ষকরা কথা বলছিলেন এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ সংক্ষিপ্ত বা এক-শব্দের উত্তরে সীমিত ছিল। শিক্ষকেরা রোহিঙ্গা বা চাঁটগাঁইয়া এবং তার সাথে ইংরেজি এবং মিয়ানমার ভাষা মিশিয়ে কথা বলছিলেন। রোহিঙ্গা শিক্ষকদের মধ্যে মিয়ানমার ও রাখাইন ভাষা গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা দেখা গেছে।

3 সুজান মেলোন 'দ্য শনেল ফর মাদার টাং বেসড মাল্টিলিঙ্গুয়াল এডুকেশন: ইমপ্লিকেশনস ফর এডুকেশন পলিসি' এস.আই.এল ২০০৭ এখানে পাবেন: https://www.sil.org/sites/default/files/files/mtbm-le_implications_for_policy.pdf

নিচের কথোপকথন থেকে সাধারণত কিভাবে শিক্ষাদান করা হচ্ছে তা জানা যায়। এখানে কাজটি হল মিয়ানমার ভাষায় "বাবা" এবং "মা" শব্দদুটি বলা এবং এটি রোহিঙ্গা ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে **মুখস্থ** করে শেখা হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা এই প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গা ভাষা ব্যবহার করছে না।

শিক্ষক:
ফাদার হোরে কিওরে?
(আমরা কীভাবে বাবা বলি)

শিক্ষার্থীরা (বেশিরভাগ):
বাফোরে (বাবা)

শিক্ষক:
বাফোরে। ফাদার। *মারে।*
মাদার। *নফরি ইয়ার আগে?*
(আমরা এটা আগে শিখেছিলাম না?)

- একটি অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনকালে ২য় শ্রেণী পর্যবেক্ষণের সময় নেয়া নোট

এই ভাবেই অন্যান্য পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে শিক্ষকেরা সাধারণত মিয়ানমার বা ইংরেজি থেকে শব্দ এবং বাক্যাংশ অনুবাদ করতে এবং কি করতে হবে তা বুঝিয়ে বলার জন্য রোহিঙ্গা ভাষা ব্যবহার করেন। তারা শিক্ষার্থীদের রোহিঙ্গা ভাষায় নতুন ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতে বা কাজগুলি করতে বলেন না। এই পদ্ধতিটি এই ধারনাকেই প্রতিফলিত করে যে শেখা ও শেখানোর ভাষা হিসেবে রোহিঙ্গাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 'ধীরে ধীরে বাতিল' করা প্রয়োজন, আর শিক্ষকরাও তাই বলছেন:

"রোহিঙ্গা ভাষা শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ তবে দুই-তিন বছর পরে যখন শিক্ষার্থীরা ইংরেজি এবং মায়ানমার ভাষা শিখে যায় তখন আর এর প্রয়োজন হবে না।"

- একজন রোহিঙ্গা-ভাষী শিক্ষক

এই দৃষ্টিভঙ্গি বহুভাষিক শিক্ষার সর্বসম্মত পন্থার বিরোধী যাতে কমপক্ষে পড়াশোনার প্রথম ছয় বছরে মাতৃভাষার একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এল.সি.এফ.এ বর্তমানে ১ম শ্রেণীর পরে ভাষা ও অন্যান্য বিষয় শেখার ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার সেরা পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও নির্দেশনা প্রদান করে না। এই নির্দেশনা না থাকায়, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে কথোপকথন ইংরেজি এবং মিয়ানমার ভাষায় তাদের দক্ষতার কারণে সীমিত হতে পারে।

শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণে আরও দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শ্রেণিকক্ষে রোহিঙ্গা ভাষায় কোনও উপকরণ ছিল না। অন্যান্য শিক্ষাদান এবং শেখার উপকরণগুলি খুব কম ব্যবহার করা হয় এবং শিক্ষকেরা বই বা দেয়ালে লাগানো উপকরণগুলি ব্যবহার করছেন না। শিক্ষকেরা সাধারণত পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে শেখানোর পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং শিক্ষণের উপকরণগুলি ব্যবহার করে কোনও একা একা পড়া, জুটিতে কাজ বা দলবদ্ধ কাজ করা হচ্ছে না।

একটি কাল্পনিক দৃশ্যকল্প যা শিক্ষার মান সম্পর্কে সাধারণ উদ্বেগের চিত্র তুলে ধরে

আমরা এই দৃশ্যকল্পটি আমাদের পর্যবেক্ষণ এবং কর্মসূচীর ম্যানেজার, শিক্ষক ও সহ-শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ও তাদের পিতামাতারা তাদের অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার ভিত্তিতে তৈরি করেছি।

দৃশ্যকল্প: ইউসুফের সন্তানের মিয়ানমার ভাষায় দক্ষতার বিকাশ ঘটছে না ; শিক্ষক অপ্রতুল সামর্থ্য এবং সংস্থানের কথা স্বীকার করেছেন

আট বছর বয়সী সাকিবের বাবা ইউসুফ এবং আরও কয়েক জন বাবা অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্রের বাইরে আড্ডা দিচ্ছেন। তারা তাদের বাচ্চাদের শিক্ষক মাশাব আলমের সাথে কথা বলতে জড়ো হয়েছেন।

ইউসুফ তার ছেলে যে শিক্ষা পাচ্ছে তাতে খুশি নন। সাকিব এখন ১ম শ্রেণীতে পড়ছে, মিয়ানমারে থাকলে সে যে শ্রেণীতে পড়ত তার থেকে এক বছর পিছিয়ে আছে আর এখনো সে মিয়ানমার ভাষায় কথা বলতে পারে না। ইউসুফ মনে করেন স্কুলে তার ছেলে শুধু শুধুই সময় কাটায়। তার মতে স্কুল হল তাদের নিজের দেশের ভাষা শেখা আর ভবিষ্যতের সাফল্য ও সম্ভবত নাগরিকত্ব পাওয়ার ভিত্তি তৈরি করার জায়গা।

শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুম থেকে বেরোতে শুরু করেছে। মাশাব বাইরে বাবারা দাঁড়িয়ে আছে দেখে তাদের ভিতরে আসতে আমন্ত্রণ জানান। তারা সবাই মেঝেতে গোল হয়ে বসলেন। শুভেচ্ছা বিনিময় এবং দুধ চা পানের পরে, ইউসুফ বলা শুরু করলেন।

“মাশাব, আপনি আমাকে বলেন। আমাদের কি বাচ্চাদের এমন একটি ভাষা শেখানো উচিত নয় যা তারা অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষের সাথে ব্যবহার করতে পারে, বিশেষত যখন আমরা এই ক্যাম্প ছেড়ে যাবো? আমাদের কি মিয়ানমারের অংশ হওয়া উচিত নয়?"

মাশাব কথা বলার জন্য মুখ খুললেন, কিন্তু ইউসুফ বলতে থাকলেন।

"জানি আমরা আপনার মতো শিক্ষিত নই," তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন। "আমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও শেষ করেনি। তবে আমাদের বামার শিক্ষকরা আমাদের খুব ভাল মিয়ানমার ভাষা শিখিয়েছিলেন," তিনি সাহস সঞ্চয় করে বললেন।

এতক্ষণে মাশাব কথা বলার সুযোগ পেলেন। মাশাব বললেন, “এটা সত্যিই একটা সমস্যা।” তিনি ইতিমধ্যে এই অভিযোগগুলি অনেকবার শুনেছেন। "তবে আমাদের এখানে শিক্ষকরা যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হন তা অভিভাবকদেরও বুঝতে হবে।"

"অনেক শিক্ষক, এমনকি আমিও মিয়ানমারে স্কুলের পড়া শেষ করার সুযোগ পাইনি। তাই মিয়ানমার ভাষায় আমাদের দক্ষতা ততটা ভাল না। বাংলাদেশী শিক্ষকরা মিয়ানমার ভাষা একেবারেই জানেন না, তাই তারা তাদের স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করেন যা আমাদের ভাষার মতো শোনায়। আমি জানি যে এটা একেবারে নিখুঁত নয়, কিন্তু আমরা কী করতে পারি?"

মাশাব বলতে থাকলেন। "বাচ্চাদের বিষয়গুলি বুঝতে সাহায্য করার জন্য আমরা রোহিঙ্গা ভাষা ব্যবহার করি। এনজিও-র বিশেষজ্ঞরা আমাদের বলছেন যে আপনাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য রোহিঙ্গা ভাষায় বইপত্র থাকা গুরুত্বপূর্ণ। তারা বলেন যে এভাবে করাই তাদের পক্ষে ভাল। তারা অন্তত বিষয়গুলোর ধারণা সম্পর্কে জানছে, মিয়ানমার ভাষায় দক্ষতা ভালো না হলেও ... তারা বলেছেন যে মিয়ানমার ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই শিশুরা যাতে ভালো দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার জন্য তারা আরও রোহিঙ্গা ভাষায় উপকরণ দেবে। আমরা এটার জন্য অপেক্ষা করছি।"

উপসংহার: শিক্ষকরা মিয়ানমার এবং ইংরেজি ভাষায় শিশুদের পাঠ দান করতে সমস্যায় পড়েন, কারণ তাদের নিজেদেরই ভাষাগুলিতে তেমন দক্ষতা নেই।শ্রেণিকক্ষে রোহিঙ্গা ভাষা ব্যবহারের সম্ভাব্য সুফলগুলি সম্পর্কেও তারা পুরোপুরি বোঝেন না যার ফলে তারা তত কার্যকর ভাবে সেটা ব্যবহার করতে পারেন না। একই কারণে তারা সেই পিতামাতাদের উদ্বেগও দূর করতে পারেন না যারা সরাসরি মিয়ানমার ভাষায় পড়াশুনা করা তাদের সন্তানদের সুশিক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় বলে মনে করেন।

ভাষাগত বাধা শিক্ষকদের তদারকি এবং প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে

শিক্ষক এবং তাদের প্রশিক্ষক ও সুপারভাইজারদের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার প্রেক্ষাপটে ভাষাগত বাধা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, তদারকি ও সহায়তা প্রদানের ওপরেও প্রভাব ফেলে।

শিক্ষকরা অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণে যোগদান করলেও, তাদের রোহিঙ্গা ভাষায় শেখা এবং শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না, যদিও উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে সেটা বেশ কঠিন। এছাড়াও তাদের বর্তমানে মিয়ানমার বা ইংরেজিতে ভাষাতে শিক্ষাদানের জন্য সেই ভাষাগুলিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না, যদিও এই ভাষাগুলি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সীমিত। শিক্ষক এবং মানবিক সহায়তায় শিক্ষা কার্যক্রমের কর্মী উভয় দলই শিক্ষকদের মিয়ানমার (রোহিঙ্গা শিক্ষক) এবং ইংরেজি (বাংলাদেশী সম্প্রদায় এবং রোহিঙ্গা শিক্ষক) ভাষায় প্রশিক্ষণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

"আমরা যদি ইংরেজি এবং মিয়ানমার ভাষায় প্রশিক্ষণ পাই, যে ভাষাগুলো আমরা খুব ভালোভাবে জানি না, তাহলে আমাদের ভাষার দক্ষতা আরও উন্নত হবে। (...) আমরা যদি শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষার জ্ঞান উন্নত করতে চাই, আমাদের ইংরেজী ভাষার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। "

- একজন রোহিঙ্গা-ভাষী শিক্ষক

শিক্ষক প্রশিক্ষণে ক্যাসকেড মডেল অনুসরণ করা হয় যাতে পরপর ইংরেজী, বাংলা, এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষা অন্তর্ভুক্ত থাকে। শিক্ষক প্রশিক্ষণে রোহিঙ্গা ভাষার ব্যবহার খুব সীমিত ছিল বলে জানা গেছে। পেশাগত দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য ক্যাসকেড ট্রেনিং একটি কঠিন মডেল, বিশেষত যেখানে অধিকাংশ বিষয়বস্তু একেবারে নতুন। এই ক্ষেত্রে, অনুবাদ এবং দোভাষীর প্রয়োজনীয়তা প্রশিক্ষণে যোগদানকারী শিক্ষকদের জন্য জটিলতার আরেকটি স্তর যোগ করেছে।

প্রশিক্ষণের বাইরে, মানবিক সংস্থাগুলির কারিগরি এবং কর্মসূচীর কর্মীরা সমস্ত শিক্ষকদেরকে তদারকি করেন, পাঠদান পর্যবেক্ষণ করেন এবং মতামত জানান। কারিগরি কর্মীরা প্রায়শই বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী। কর্মসূচীর কর্মীরা সাধারণত স্থানীয় চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষী। রোহিঙ্গা শিক্ষকরা তাই এমন ভাষায় ফিডব্যাক ও নির্দেশনা পান যা বুঝতে হয়ত তাদের সমস্যা হয়।

শিক্ষকদের পেশাদার বিকাশের মধ্যে তাদের নিজস্ব ভাষায় দক্ষতা এবং তাদের শিক্ষাদানে কার্যকরভাবে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করার দক্ষতা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এই ধরনের বিকাশের ফলে রোহিঙ্গা, এবং সময়ের সাথে সাথে, ইংরেজি এবং মিয়ানমারে শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা এবং ভাবপ্রকাশের দক্ষতা বিকাশের সুযোগ তৈরির জন্য শিক্ষকদের সক্ষমতা গড়ে তোলার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা থাকা উচিত।

ক্যাম্পগুলিতে শিক্ষকদের যে শিক্ষণ চক্র (লার্নিং সার্কেল) তৈরি করা হয়েছে তা শিক্ষা সেক্টরের অংশীদাররা কিভাবে শিক্ষকদের আরও সহায়তা দিতে পারে তার একটি উদাহরণ তুলে ধরে। এগুলি বহুভাষিক দলগত অধ্যয়ন এবং পরিকল্পনার উদ্যোগ যা শিক্ষকদের যৌথভাবে ভাষা এবং শেখার বাধা অতিক্রম করার সুযোগ করে দেয়। এগুলি কিভাবে রোহিঙ্গা ভাষাকে শেখার প্রাথমিক ভাষা হিসেবে এবং ইংরেজি ও মিয়ানমার ভাষা শেখাতে ব্যবহার করা যায়, যাতে শিশুদের ধীরে ধীরে মিয়ানমার ও ইংরেজি ভাষায় পড়াশুনা করায় সাহায্য করা যায়, সেই সম্পর্কে ভবিষ্যতে নির্দেশনা দেয়ার একটি কার্যকর মাধ্যম হতে পারে।

একটি কাল্পনিক দৃশ্যকল্প যা নতুন শেখার পদ্ধতি সম্পর্কে জানানোর অসুবিধাগুলি তুলে ধরে

আমরা এই দৃশ্যকল্পটি আমাদের পর্যবেক্ষণ এবং মানবিক কর্মসূচীর ম্যানেজার, শিক্ষক ও সহ-শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ও তাদের মাতাপিতারা তাদের অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার ভিত্তিতে তৈরি করেছি।

দৃশ্যকল্প: সামিনা খেলাধুলা-ভিত্তিক শিক্ষণের পক্ষে কথা বলেন কিন্তু অনেকেই তাতে সংশয় প্রকাশ করেন

কক্সবাজারের অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্রগুলির শ্রেণিকক্ষ থেকে একদল রোহিঙ্গা শিক্ষক বিরতির পরে মানবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তাদের জায়গায় ফিরে গেলেন। তাদের মাঝে বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের কয়েকজন চাঁটগাঁইয়া শিক্ষকও আছেন।

সামিনা চৌধুরী বেশ কয়েকটি বড় বড় রঙিন প্লাস্টিকের বল বিস্মিত অংশগ্রহণকারীদের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে প্রশিক্ষণের পরবর্তী অধিবেশন শুরু করলেন। সামিনা জরুরী অবস্থায় শিক্ষাদান বিষয়ক একজন টেকনিক্যাল অফিসার যিনি স্থানীয় বাসিন্দা নন। তিনি ক্লাসরুমে খেলাধুলা ব্যবহার করায় নতুন, তবে মনে করেন এটি মানুষকে আগ্রহী রাখতে সাহায্য করে।

"আমাদের লক্ষ্য হল যত বেশি সম্ভব বল বাতাসে রাখা!" তিনি সকলের হাসির মাঝে চেঁচিয়ে বললেন। তাহমিনা সমান উৎসাহ নিয়ে অনুবাদ করলেন।

তাহমিনা টেকনাফ শহরে বসবাসকারী একজন চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষী। তিনি বাংলা ও চাঁটগাঁইয়া ভাষায় সাবলীল, এবং মানবিক সহায়তামূলক কাজ থেকে কিছু ইংরেজি এবং ক্যাম্প থেকে কিছু রোহিঙ্গা ভাষা শিখে নিয়েছেন।

তিনি প্রশিক্ষণের এই অধিবেশনে দোভাষী হিসেবে কাজ করছেন। অধিবেশনটি চাঁটগাঁইয়া ভাষায়, কিন্তু সামিনা ইংরেজিতে যে সব ধারণা বলছেন সেগুলির কয়েকটি অনুবাদ করতে তাহমিনার বেশ সমস্যা হচ্ছে। তিনি একজন প্রশিক্ষিত দোভাষী নন, তবে তার ভাষা দক্ষতা বাংলা ভাষী এবং রোহিঙ্গাদের মধ্যে যারা কিছুটা চাঁটগাঁইয়া ভাষা বোঝেন তাদের যোগাযোগের ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করে।

কয়েক মিনিট ধরে বল ছোঁড়াছুঁড়ি, গায়ে এসে সেগুলো লাগা এবং হাসাহাসির পরে সামিনা দলটিকে বলগুলি এনে মেঝেতে রাখতে বললেন। "খেলার সময় শেষ!" তাহমিনা অনুবাদ করলেন এবং দলটি কথামত কাজ করল।

সামিনা তারপরে এই কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন।

"খেলা শুধুমাত্র মজা করার জন্য নয়। এই খেলাটি আপনাকে শেখাল কীভাবে পরস্পরের সাথে ভাব বিনিময় করতে হয়, তেমনি এটি বাচ্চাদের শেখাতে পারবে কীভাবে পরস্পরের সাথে আচরণ এবং সহযোগিতা করতে হয়।" সামিনা থামেন যাতে তাহমিনা অনুবাদ করতে পারে।
"এই কারণেই ছোট বাচ্চাদের, বিশেষত কিন্ডারগার্টেনের শিশুদের কিভাবে খেলাধুলা করতে হয় এবং তাদের সমবয়সীদের সাথে আচরণ করতে হয় তা শেখানো গুরুত্বপূর্ণ।"

সামিনা কিন্ডারগার্টেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশে সেরা রীতিনীতিগুলি তুলে ধরলেন। তিনি ক্যাম্পের অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্রের ক্লাসরুমে সংস্থানের যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেই ব্যাপারে সংবেদনশীল। তিনি বল নিয়ে খেলা, রঙ করা এবং অভিনয় করার মতো বিভিন্ন খেলা-ভিত্তিক কার্যকলাপের উদাহরণ ব্যবহার করলেন।

এর মধ্যে কিছু ধারণা তাহমিনার কাছে নতুন, এবং চাঁটগাঁইয়া বা রোহিঙ্গা তোদূরে থাক, সাধারণ বাংলাতেই তার শব্দ খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছে। তার কথায় মনোযোগ দেয়া শিক্ষকদের জন্যেও আরও কঠিন হয়ে উঠছে।

সামিনা লক্ষ্য করলেন যে কয়েকজন শিক্ষক ফিসফিস করে রোহিঙ্গা ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। তিনি প্রেজেন্টেশন থামিয়ে তাহমিনাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তারা কী নিয়ে কথা বলছে।

হঠাৎ করে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন দেখে তাহমিনাও আশ্চর্য হলেন এবং দলকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, "সামিনা যা বললেন তা নিয়ে কারো কোনও প্রশ্ন আছে?" কোনও সমস্যা?"

একজন শিক্ষক তাহমিনাকে রোহিঙ্গা ভাষায় দীর্ঘক্ষণ ধরে কিছু বোঝালেন। তাহমিনাকে দেখে বিব্রত মনে হল আর তিনি সেই তথ্য সামিনাকে অনুবাদ করতে চাইছেন না।

"ওনারা বলছেন শিশুদের পিতামাতা চান না যে তাদের সন্তান এই খেলাগুলি খেলুক। অভিভাবকরা মনে করেন যে শিক্ষকরা খেলাধুলা করিয়ে এবং আঁকিয়ে বাচ্চাদের সাথে সময় নষ্ট করছেন," তাহমিনা শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করলেন।

একজন রোহিঙ্গা শিক্ষক জানালেন যে বাবামায়েরা চান যে তাদের বাচ্চারা মিয়ানমার ভাষায় কবিতা মুখস্থ করুক ও বলুক। "তারা মনে করেন যে ওটাই শিক্ষা।"

সামিনা এর আগেও এই মতামত শুনেছেন। যদিও তার সহজবুদ্ধি বলে যে এই খেলাধুলা মনোযোগ এবং অংশগ্রহণে সহায়তা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শিক্ষক এবং পিতামাতার সাথে একমত যে আসলে সেটি দরকারি কিছু নয়। তার প্রশিক্ষকরা তাকে খেলাধুলা-ভিত্তিক পদ্ধতির কার্যকরতা সম্পর্কে যা শিখিয়েছেন তা কিভাবে এই শিক্ষকদের বোঝাবেন তা বুঝতে পারছিলেন না।

সামিনা বললেন, "এটি সত্যি যে খেলা এবং গেম দরকারি কিছু নয়। তবে আপনারা দেখবেন যে এটা শিশুদের ক্লাসে মনোযোগী হতে সহায়তা করবে। "আর কি বলা যায় আমি ঠিক জানি না, তবে আমি বিশেষজ্ঞদের ওপর আস্থা রাখি আর আমার মতে আমাদের হয়ত এটা চেষ্টা করে দেখা উচিত যে কি হয়..."

উপসংহার: দোভাষী অজানা ধারনা এবং প্রাসঙ্গিক ভাষায় অধিবেশন সম্পর্কে আগে থেকে তথ্য না পাওয়ার কারণে সমস্যার সম্মুখীন হন। আগে থেকে প্রশিক্ষণের উপকরণ এবং অন্যান্য বিষয়বস্তু প্রদান করলে এবং নতুন নতুন শব্দগুলির অর্থ আলোচনা করলে দোভাষীরা সবচেয়ে কার্যকরভাবে অর্থপূর্ণ কথোপকথনে সাহায্য করতে পারেন। প্রশিক্ষকের শিক্ষকদের নতুন শিক্ষার পদ্ধতি বোঝাতে সমস্যা হচ্ছে যা তিনি নিজেই পুরোপুরি বুঝতে পারেন না।

কক্সবাজারের শরণার্থী ক্যাম্পের নিকটবর্তী বাংলাদেশি সমাজের একটি মাদ্রাসায় শিশুরা আরবি বর্ণমালা শিখছে।
ফটোক্রেডিট: টি.ডব্লিউ.বি / ফাহিম হাসান আহাদ

সম্প্রদায়ের উদ্বেগ নিরসনের জন্য যোগাযোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন

এখন পর্যন্ত শিক্ষা সেক্টরের অংশীদাররা অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অস্থায়ী লার্নিং সেন্টারে নিয়মিতভাবে বাবা-মায়েদের সাথে মিটিং করার দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন। এটি সমস্যাপূর্ণ কারণ কর্মী এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ক্ষমতার যে বৈষম্য আছে তা খোলাখুলি আলোচনায় বাধার কারণ হতে পারে। চাঁটগাঁইয়া ভাষার ব্যবহারের ফলে অভিভাবকদের কথাবার্তা বুঝতে সমস্যা এবং মতামত প্রকাশে অনিচ্ছা দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও, "পারদর্শিতা" এবং "সক্রিয় শিক্ষার" মতো শিক্ষা সংক্রান্ত ধারনাগুলি রোহিঙ্গাদের কাছে অপরিচিত হতে পারে এবং রোহিঙ্গা ভাষায় তার সরাসরি সমতুল্য শব্দ নাও থাকতে পারে।

তবে, স্বাস্থ্য সেবা দানকারীদের মতোই, শিক্ষা সেবা দানকারীরাও প্রায়শই ভাষাকে বাধা হিসাবে দেখেন না। শিশুদের স্কুলে পড়াশোনার বিষয়ে পরিবারের সাথে আলোচনার জন্য পিতামাতাদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে আরও বেশি সচেতনতা প্রয়োজন।

> "আমরা প্রতি মাসে পিতা-মাতাদের সাথে একটি মিটিংয়ের আয়োজন করি। আমরা মিটিং-এ স্থানীয় ভাষা [চাঁটগাঁইয়া] ব্যবহার করি। এটা কোনও সমস্যা নয় কারণ এক বা দু'বছর পরে সবাই এই ভাষা বুঝতে পারে"
>
> - চাঁটগাঁইয়াভাষী একজন পুরুষ টেকনিকাল অফিসার

অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে প্রদত্ত শিক্ষার মান সম্পর্কে সম্প্রদায়ের উদ্বেগগুলি কাটিয়ে উঠতে মানবিক শিক্ষা প্রদানকারীদের যোগাযোগের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রয়োজন। এই জন্য শিশু-বান্ধব শিক্ষা পদ্ধতি এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষাদান এবং শেখার ভাষা হিসাবে ব্যবহারের সুবিধাগুলির ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে মিয়ানমার এবং ইংরেজি ভাষায় আরও অধিক দক্ষতা অর্জনের জন্য মাতৃভাষার অবদান বুঝিয়ে বলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এর জন্য পিতামাতাদের তাদের সন্তানদের প্রত্যাশিত শিক্ষণের ফলাফলগুলি রোহিঙ্গা ভাষায় এবং তারা বুঝতে পারেন এমন ফরম্যাটে দিতে হবে, যাতে লক্ষ্যগুলি অর্জিত হলে তারা বুঝতে পারেন। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থানের স্বীকৃতি এবং শিক্ষা কেন্দ্রে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারের আইনি সীমাবদ্ধতার মতো সমস্যাগুলি নিয়ে রোহিঙ্গা ভাষায় আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

পরিশেষে, এই যোগাযোগ শিক্ষা সরবরাহকারী এবং পরিবারগুলির মধ্যে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য, আরও ভাল পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তি হতে পারে।

ভাষাগত বাধা বর্তমানে বাংলাদেশে এবং ভবিষ্যতে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তিতে বাধা সৃষ্টি করবে

"মিয়ানমারে, রাখাইন ও বার্মিজ লোকেরা আমাদের [রোহিঙ্গাদের] 'বাঙালি' বলে ঘৃণা করত কারণ [তারা ভাবত] আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি। যখন তারা সত্যিই আমাদের অপমান করতে চায়, তারা আমাদের *কালার* (কালো চামড়া, বিদেশী, ভারতীয়) বলে ডাকে। এখন বাংলাদেশের ক্যাম্পগুলিতে শিশুরা গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা পার করলে কিছু ড্রাইভার তাদের *হালার বর্মাইয়া* (জঘন্য বার্মিজ) বলে।"

- একজন রোহিঙ্গাভাষী পুরুষ যিনি সুশীল সমাজের নেতা

বাংলাদেশের সমাজে রোহিঙ্গাদের বিচ্ছিন্নতা ও বহিষ্করণ কাটিয়ে উঠতে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যতদিন না রোহিঙ্গারা বাংলা ও চাঁটগাঁইয়া ভাষা শেখার সুযোগ পাবেন, ততদিন পর্যন্ত তাদের রোহিঙ্গা দোভাষীদের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে। তাদের সরাসরি তথ্য পাওয়া, তাদের চাহিদা ও ইচ্ছা জানানো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়িত থাকার সমস্যা অব্যাহত থাকবে। রোহিঙ্গা এবং তাদের দোভাষীদের মধ্যে সম্পর্ক মানবিক সহায়তার কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। এটি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টার সাফল্যের বিষয়টিও নির্ধারণ করবে।

সরকারের বর্তমান নীতি অনুযায়ী স্কুলগুলিতে রোহিঙ্গা শিশুদের বাংলা শেখানো নিষিদ্ধ। এর ভিত্তি হল এই ধারণা যে তাদের এই বাস্তুচ্যুতি সাময়িক। কিন্তু স্থায়ী ও স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন না ঘটা পর্যন্ত শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের স্থানীয় ভাষা শিখতে সহায়তা করার কিছু প্রত্যক্ষ সামাজিক সুফল রয়েছে।

সামাজিক সংহতি কর্মসূচী রোহিঙ্গা এবং তাদের দোভাষীদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করতেও সাহায্য করতে পারে। যে সকল সংস্থা এই জাতীয় কর্মসূচী পরিকল্পনা করছে তাদের ভাষাকে সামাজিক বহিষ্করণের একটি উপাদান হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং প্রসার ও প্রভাব সর্বাধিক করার কথা মাথায় রেখে তাদের কর্মকাণ্ডগুলি পরিকল্পনা করতে হবে।

ভাষাগত দক্ষতা বাংলাদেশে সুযোগসুবিধা প্রাপ্তি এবং মর্যাদা নির্ধারণ করে

"আমরা চাই শিশুরা প্রথমে আরবি শিখুক, কারণ কোরান পাঠ ও নামাজ পড়ার জন্য এটি দরকার। ইংরেজিও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তাদের রোহিঙ্গাও শেখাতে চাই, হয়ত কোনোদিন আমরা মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারব! আমাদের যদি বাংলাদেশেই থেকে যেতে হয় তাহলে তাদের বাংলাভাষা শেখা জরুরি।"

- ২৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী একজন নবাগত রোহিঙ্গা-ভাষী মহিলা

বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান হল নবাগত রোহিঙ্গারা হলেন "জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক" যাদের বাস্তুচ্যুতি সাময়িক। অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে বাংলা শেখানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা এই অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এটি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে।

বংশপরিচয় এবং চেহারা সামাজিক বহিষ্করণের কারণ হলেও, ভাষা সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভাজনকে গভীরতর করতে পারে বা তাদের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারে। বাংলা বা চাঁটগাঁইয়া ভাষার জ্ঞান রোহিঙ্গাদের অন্তত কিছুটা সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য আলাপআলোচনা করতে এবং স্থানীয় সেবাগুলি পেতে সক্ষম করে।

বাংলায় কথা বলা রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে যুক্ত কারণ এর মাধ্যমে বাংলাদেশী পরিচয় দাবী করা হয় এবং তার পাশাপাশি চাকরির জন্য প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়া যায়। সরকার এবং স্থানীয় বাংলাদেশী সম্প্রদায়, উভয়ের সাক্ষাৎকার দানকারীরাই রোহিঙ্গাদের সমাজের মূল স্রোতের অংশ করা এবং চাকরির প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আশঙ্কা জানিয়েছেন।

"একটি ভাষার নিজস্ব বিশিষ্টতা থাকা উচিত.... এখন পর্যন্ত ভাষাই রোহিঙ্গাদের পরিচিতির একমাত্র নৃতাত্ত্বিক উপাদান। একজন রোহিঙ্গাকে একজন বাংলাদেশীর থেকে শুধু তার ভাষা দিয়েই আলাদা করা যায়। তাই আমরা চাই না তারা আমাদের ভাষা এবং সংস্কৃতির সাথে মিশুক"

- কথাটি বলেন একজন বাংলাদেশী সরকারী কর্মকর্তা।

"রোহিঙ্গারা যদি শিক্ষিত হয়ে ওঠে ও তাদের বাংলা শেখানো হয়, তবে তারা আমাদের চাকরিগুলো নিয়ে নেবে। এটা ইতিমধ্যেই ঘটছে। যেখানে একজন বাংলাদেশী কর্মী প্রতিমাসে ১৭০০০ টাকা বেতন পাচ্ছেন সেখানে একজন রোহিঙ্গা তার বস হয়ে ৩৪০০০ টাকা বেতন পাচ্ছেন। এটা মেনে নেয়া যায় না।"

- একজন চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষী পুরুষ সাংবাদিক

ভাষাগত বাধা রোহিঙ্গা এবং প্রতিবেশী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্পর্ক এবং যোগাযোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে সমস্ত রোহিঙ্গা ২০১৭ সালে বা তারা পরে বাংলাদেশে এসেছেন এবং স্থানীয় ভাষাগুলিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি তারা সবচেয়ে বেশি অসুবিধা ভোগ করেন। তথ্য এবং সেবাদি পেতে নিবন্ধিত শরণার্থী এবং স্থানীয় বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের দোভাষী এবং সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারীদের উপর তাদের নির্ভরতার কারণে একভাষী রোহিঙ্গাদের স্বনির্ভরতাও কমে গেছে। তাদের এবং মধ্যস্থতাকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ক্ষমতার বৈষম্য দেখা দিয়েছে তা অবিশ্বাসের জন্ম দেয় এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিতে বাধা সৃষ্টি করে।

এমনকি বেশিরভাগ রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় বাংলাদেশি একই ভাষায় কথা বললেও, সরাসরি কথোপকথনের সুযোগ সীমিত। মেলামেশা সাধারণত হয়ে থাকে হাটেবাজারে, অনানুষ্ঠানিক কেনাবেচা (যেমন বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে, মালিক ও দিনমজুর, চালক ও যাত্রীর মধ্যে) বা কর্মক্ষেত্রে (মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে)। যেসব স্থানীয় বাংলাদেশিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের কখনো কখনো এই মেলামেশাকে নেতিবাচক বলে মনে হয়েছে।

"আমরা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম কারণ তারাও মুসলমান। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভাষার দিক থেকেও তাদের সাথে আমাদের অনেক পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ ভাবেন আমরা একই ভাষায় কথা বলি। আসলে কিন্তু সেটা সত্যি না। কখনও কখনও আমরা রোহিঙ্গা শ্রমিকদের আমাদের জমি বা বাড়িতে কাজ দিই। কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করানো খুবই কঠিন। কারণ তারা আমাদের ভাষা বোঝে না"

- ২৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী একজন চাঁটগাঁইয়া-ভাষী পুরুষ

রোহিঙ্গাদের মধ্যে, "নিবন্ধিত" শরণার্থী যাদের বেশিরভাগ দুই বা তিন দশক আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন তাদের চাঁটগাঁইয়া ভাষায় কথা বলতে পারার সম্ভাবনা বেশি এবং তারা তাদের স্থানীয় বাংলাদেশী প্রতিবেশীদের সাথে সাংস্কৃতিকভাবে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। জাতিগত রোহিঙ্গা যারা নিবন্ধিত ক্যাম্পগুলিতে বড় হয়েছেন তারা সাধারণত বাড়িতে রোহিঙ্গা এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষা মিশিয়ে কথাবার্তা বলেন। কেউ কেউ বাংলাও বলতে পারেন।

"কেবল নবাগত অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদেরই ভাষা নিয়ে সমস্যা হয়। নিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের এই সমস্যা হয় না। "

- ২৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী একজন নিবন্ধিত রোহিঙ্গা-ভাষী মহিলা

"নবাগত শরণার্থীদের নিয়ে সমস্যা রয়েছে। পুরাতন রোহিঙ্গারা বাংলা শব্দ এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষাতে অভ্যস্ত। তবে নবাগত রোহিঙ্গারা স্থানীয় উপভাষা ঠিকমতো বুঝতে পারেন না।"

- একজন বাংলা-ভাষী পুরুষ, যিনি একটি কর্মসূচির প্রধান

তাদের ভাষায় কোনো মিল না থাকায় এবং নতুন বাংলাদেশি প্রতিবেশীদের সন্দেহের কারণে কয়েক দশক আগে উখিয়া ও টেকনাফ ক্যাম্পকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। এখন, নিবন্ধিত শরণার্থীরা মানবিক কর্মী এবং নবাগত শরণার্থীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছে। তবুও অনেকেই তাদের মিলিত করার প্রচেষ্টায় নতুন করে বাধা পড়ার কারণে নবাগতদের প্রতি বিরক্ত।

"আমরা তাদের মোটেও পছন্দ করি না। আমরা প্রায় ৩০ বছর ধরে এখানে আছি এবং আমাদের দাবি জানাচ্ছি আর তারা আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নষ্ট করে দিয়েছে। কেন তারা আমাদের চেয়ে আরও বেশি সুযোগসুবিধা পাচ্ছে?"

- ২৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী একজন নিবন্ধিত রোহিঙ্গা-ভাষী মহিলা

বাংলাদেশীরা নিবন্ধিত এবং নবাগত শরণার্থীদের মধ্যে সাধারণত পার্থক্য করেন না, তাই নিবন্ধিত শরণার্থীরা নিজেরাই পার্থক্য তৈরি করে নিয়েছেন এই যুক্তি দিয়ে যে তারাও কক্সবাজার অঞ্চলে "স্থানীয়" বাসিন্দা।

ভাষাই ভবিষ্যতে মিয়ানমারে একত্রিতকরণের প্রচেষ্টাকে নির্ধারণ করছে

আলোচনাকালে অভিভাবকরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য তাদের সন্তানদের কোন ভাষা শেখাতে চান। বেশিরভাগ রোহিঙ্গা শরণার্থী বলেছেন যে তারা তাদের সন্তানদের মিয়ানমার ভাষা শেখাতে চান কারণ এটি জাতীয় ভাষা। এটি তাদের মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করবে। এই সুযোগগুলি কর্মসংস্থান, উচ্চ শিক্ষা এবং বৃহত্তর মিয়ানমার সমাজের অংশ হয়ে ওঠার ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু কিছু মানুষ বলেছেন যে তারা যদি মিয়ানমারে ফিরে যেতে না পারেন তাহলে একই সুযোগগুলির জন্য তারা তাদের সন্তানদের বাংলা ভাষা শেখাতে চান।

এরপরেই যে ভাষাটি শেখার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে সেটি হল ইংরেজি, কারণ মানবিক সহায়তা ক্ষেত্রে কাজ পাওয়ার জন্য এটি জানা জরুরি। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে আরবি ভাষাকে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। রাখাইন রাজ্যের সরকারি ভাষা হওয়ার কারণে রাখাইন ভাষাকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

নামকরণের পদ্ধতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভাজন বৃদ্ধি করে

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী হাজার হাজার বছর ধরে একসাথে বসবাস করছে। তাদের মধ্যে ব্যবসায়িক ও বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রতিটি মানব সমাজের মতোই, সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় গোষ্ঠীগুলিকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে কারা সেখানকার মানুষ ও কারা নয়। সেখানকার মানুষ কিনা সেই সিদ্ধান্ত গোষ্ঠীগুলি একে অপরকে যে নামে ডাকে তার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। একটি গোষ্ঠী নিজের বা তার সদস্যদের বর্ণনা দেওয়ার জন্য যে নামটি ব্যবহার করে (অভ্যন্তরীণ নাম বা এন্ডোনিম) এবং অন্যরা তাদের জন্য যে নাম ব্যবহার করেন (বাহ্যিক নাম বা এক্সোনিম) তার পার্থক্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনা প্রকাশ করে। এই নামকরণের রীতিনীতিগুলি বুঝতে পারলে এবং প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদের যে নামে ডাকা পছন্দ করে সেগুলি ব্যবহার করলে তাদের সাথে এবং তাদের মধ্যে আরও ইতিবাচকভাবে যোগাযোগ গড়ে তোলা যেতে পারে।

চিত্র ১-এ রোহিঙ্গা, অ-স্থানীয় বাংলাদেশী এবং স্থানীয় বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ নাম / এন্ডোনিম এবং বাহ্যিক নাম / এক্সোনিম দেখানো হয়েছে। এটিতে সেই নামগুলি তুলে ধরা হয়েছে যা নিন্দাসূচক মনে করা হয়। প্রতিটি ঘরের প্রথম শব্দটি "নামকরণকারী" সাধারণত সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শব্দটি অন্যান্য নাম, যা "নামকরণকারী" সাধারণভাবে ব্যবহার করতেও পারেন

চিত্র ১. বাংলাদেশের কক্সবাজারের রোহিঙ্গা, অ-স্থানীয় বাংলাদেশী এবং স্থানীয় বাংলাদেশিদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নাম

অভিহিত / নামকরণকারী	রোহিঙ্গা (নবাগত)	রোহিঙ্গা (নিবন্ধিত)	বাংলাদেশী (স্থানীয়, চাঁটগাঁইয়া)	বাংলাদেশী (অ-স্থানীয়, চাঁটগাঁইয়া নন)
রোহিঙ্গা	রোহিঙ্গা *নুয়া রেফুজি* (নতুন শরণার্থী) *আরাকানি* (আরাকানবাসী)	রোহিঙ্গা *ফুরান রেফুজি* (পুরাতন শরণার্থী) *আরাকানি* (আরাকানবাসী)	*গেরাইম্মা / গেরামি* (গ্রামবাসী) *বাংলাদেশী*	*বাংলাদেশীত্তা* (বাংলাদেশী) *বাঙালি* (বাঙালি)
(নবাগত)	রোহিঙ্গা *নুয়া রেফুজি* (নতুন শরণার্থী) *আরাকানি* (আরাকানবাসী)	*রেস্টার রেফুজি* (নিবন্ধিত শরণার্থী) *ফুরান রেফুজি* (পুরাতন শরণার্থী) রোহিঙ্গা	*গেরামি* (গ্রামবাসী) *সিটাইংগা* (চাঁটগাঁইয়া) বাংলাদেশী	*বাংলাদেশীত্তা* (বাংলাদেশী) *বাঙালি* (বাঙালি)
রোহিঙ্গা	রোহিঙ্গা *বার্মাইয়া(বার্মিজ)*	রোহিঙ্গা *বার্মাইয়া(বার্মিজ)* *ফুরান রোহিঙ্গা* (পুরাতন রোহিঙ্গা)	*স্তানীয়* (স্থানীয়) বাংলাদেশী	*বইংগা* (অ-স্থানীয়[4]) বাংলাদেশী
(নিবন্ধিত)	রোহিঙ্গা *বার্মাইয়া* (বার্মিজ) শর-নারতি (শরণার্থী) এফ.ডি.এম.এন[5]	রোহিঙ্গা *বার্মাইয়া* (বার্মিজ) শর-নারতি (শরণার্থী) এফ.ডি.এম.এন[5]	*স্তানীয়* (স্থানীয়)	বাংলাদেশী *বাঙালি* (বাঙালি)

বা নাও পারেন। যেসব নামকে ওই নামগুলোতে “অভিহিত” ব্যক্তিরা (অন্তত কিছু ব্যক্তি) নিন্দাসূচক মনে করেন এমন শব্দগুলি কমলা রঙে দেয়া হয়েছে। ইতিবাচক বা নিরপেক্ষ শব্দগুলি চিহ্নিত করা হয়নি। নীল রঙের ঘরগুলি হল "অভিহিতরা" যে নামে ডাকা পছন্দ করেন। বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে দেয়া পাঠ্য পূর্ববর্তী শব্দগুলির বাংলা অনুবাদ। উদাহরণস্বরূপ, রোহিঙ্গারা কক্সবাজার জেলার মানুষদের *গেরাইম্মা* বা *গেরামি* (গ্রামবাসী) বলে অভিহিত করেন।[6] কক্সবাজার জেলার মানুষরা এই শব্দটিকে নিন্দাসূচক মনে করেন।

আমাদের গবেষণা চলাকালীন, বহু নবাগত শরণার্থীই নিজেদের নির্দ্বিধায় "রোহিঙ্গা" নামে অভিহিত করেছেন। এটি নিবন্ধিত শরণার্থীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি, তারা এত ধারাবাহিক ও স্পষ্টভাবে নিজেদের রোহিঙ্গা বলে পরিচিতি দেন না। দলবদ্ধ অবস্থায় জাতিসত্তা জানতে চাইলে নিবন্ধিত শরণার্থীরা উত্তর দেয়ার আগে ভাবনাচিন্তা করা এবং ব্যাখ্যা করার জন্য সময় নিয়েছেন। তারা ব্যাখ্যা করেছেন যে তারা স্থানীয় এবং দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশে আছেন এবং ঐতিহ্যগতভাবে এক হলেও নবাগত শরণার্থীদের থেকে তারা আলাদা। তারা নিজেদের "নিবন্ধিত শরণার্থী" বলা পছন্দ করেন।

চিত্র ১-এ উল্লিখিত নিন্দাসূচক শব্দগুলি চেহারা, বংশপরিচয় এবং অন্তর্নিহিতভাবে গ্রামের আদিবাসিন্দা হওয়া নির্দেশ করে । ভাষার পার্থক্যগুলিও এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ এই নিন্দাসূচক নামকরণের পদ্ধতিগুলি বেশিরভাগই বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

"তারাও [রোহিঙ্গা] আমাদের খারাপ নামে ডাকে। তারা [রোহিঙ্গা] আমাদের *গেরাইম্মা* (গ্রামবাসী) বলে, যা মেনে নেয়া যায় না। তারা আমাদের *স্তানীয়* (স্থানীয়) বলতে পারত।"

- ২৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী একজন চাঁটগাঁইয়া-ভাষী পুরুষ

"মাঝে মাঝে আমরা শুনতে পাই যে স্থানীয় মানুষরা রোহিঙ্গাদের অপমান করার জন্য ' *বার্মাইয়া*' নামে ডাকছে।"

- একজন চাঁটগাঁইয়া-ভাষী পুরুষ যিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-প্রধান

সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভাজন দূর করে

সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির দিকে প্রথম পদক্ষেপটি হল এমনভাবে কর্মসূচী পরিকল্পনা করা যাতে একভাষী রোহিঙ্গা এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো সমানভাবে সেবা পেতে পারে। এটি কার্য পরিকল্পনা থেকে শুরু করে কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, যোগাযোগের সমস্ত কিছুতে বিবেচনা করা উচিত।

নবাগত রোহিঙ্গারা নিজেদের যে নামে পরিচয় দিতে চায়, তাদের ক্ষেত্রে সেই নামটি ব্যবহার করা দলের ভেতরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাতে সমর্থনের একটি উপায়। একইভাবে কয়েক দশক আগে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গারা "নিবন্ধিত শরণার্থী" নামটি পছন্দ করেন। এটি অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচী প্রণয়নের একটি মৌলিক নীতি। স্থানীয় বাংলাদেশি সহকর্মীদের এই সংবেদনশীল বিষয়টি বোঝানোর জন্য রোহিঙ্গা সম্প্রদায় যে তাদের *গেরাইম্মা / গেরামি*(গ্রাম্য) জাতীয় নিন্দাসূচক শব্দ ব্যবহার করে সম্বোধন করে, এই উদাহরণটি দেয়া যেতে পারে।

4 রোহিঙ্গারা স্থানীয় বাংলাদেশীদের *গেরাইম্মা / গেরামি* বলে থাকে। তবে, স্থানীয় বাংলাদেশীরা এটিকে নিন্দাসূচক মনে করে যেহেতু সাংস্কৃতিকভাবে গ্রাম্য হিসেবে চিহ্নিত হওয়া কাম্য নয়। যদিও হয়তবা অনেক রোহিঙ্গার উদ্দেশ্যই অপমান করা নয়, তবে কথোপকথনে এই শব্দটি ব্যবহৃত হলে তার জন্য ব্যাখ্যা চাওয়া বা কোন প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে তা বুঝে নেয়া উচিত।

5 জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক

6 *বইঙ্গা* শব্দটি চাঁটগাঁইয়া সংস্কৃতি অনুসারে একজন "অমার্জিত" ব্যক্তি বোঝায়। এটি দিয়ে কেবলমাত্র বৃহত্তর-বাংলা নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বিশিষ্ট মানুষদের বোঝায় যারা দেশীয় চট্টগ্রাম নিবাসী নন। এটি দিয়ে রোহিঙ্গা জনগণকে বোঝানো হয় না, যদিও তারা অন্যান্য বাঙালিদের তুলনায় সাংস্কৃতিকভাবে চাঁটগাঁইয়াদের কাছাকাছি।

স্থানীয় চাঁটগাঁইয়া-ভাষীভাষী এবং নিবন্ধিত শরণার্থীরা যারা নবাগত শরণার্থীদের জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করেন, তারা সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সেতুবন্ধনকারী হিসেবে কাজ করতে পারেন। এই সমস্ত গোষ্ঠী এবং নবাগত রোহিঙ্গাদের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বৈরিতা রয়েছে, তবুও তাদের ভাষার দক্ষতা এবং অন্যান্য সংস্কৃতির জ্ঞানের কারণে তাদের সম্মান করা হয়। এই তিনটি গোষ্ঠীকেই কিছু সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যেমন লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা। এটি বাস্তবানুগ সামাজিক সংহতিমূলক কর্মসূচির জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন সূচনা হতে পারে।

"আমাদের সকলকেই আপন মনে হয় কারণ বাংলাদেশে আমরা শুধুই মুসলমান দেখতে পাই আর আমরাও মুসলমান, তাই মন থেকে নৈকট্য অনুভব করি।"

- একজন নবাগত ২৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী রোহিঙ্গা-ভাষী মহিলা

রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর নিকটবর্তী বাংলাদেশের একটি শহরে রোহিঙ্গা সমাজের একজন নেতা মূল্যায়নকারী দলের সঙ্গে কথা বলছেন।

মানবিক সহায়তায় কার্যকর যোগাযোগ, স্পষ্ট বার্তা এবং উচ্চ পেশাগত দক্ষতার উপর নির্ভরশীল

জ্ঞান এবং বিশ্বাস তৈরি করে এমন কার্যকর মানবিক যোগাযোগে সেই ভাষা এবং ফরম্যাটগুলি ব্যবহার করা হয় যা ক্ষতিগ্রস্ত দের নিকট গ্রহণযোগ্য। এটি যার ওপর নির্ভর করে তা হল:

- একটি স্পষ্ট বার্তা
- যোগাযোগের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের টেকনিক্যাল এবং মানুষের সাথে যোগাযোগের দক্ষতা এবং
- বার্তা প্রদানের প্রতিটি স্থানে বার্তাগুলি পরীক্ষা করার সঠিক ব্যবস্থা।

মূল বার্তাগুলি যত পরিষ্কার হবে এবং যোগাযোগকারীদের দক্ষতা যত বেশি হবে, মানবিক সহায়তায় যোগাযোগ কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি থাকবে। এর উল্টোটিও সত্য। অস্পষ্ট বার্তা এবং যোগাযোগের দক্ষতার অভাবের কারণে অকার্যকর যোগাযোগের সৃষ্টি হয়। বার্তাগুলির বোধগম্যতা পরীক্ষা অনুবাদটির যথার্থতা নিশ্চিত করে এবং জ্ঞান প্রদান করে এবং শেষ পর্যন্ত বারবার যোগাযোগের মাধ্যমে বিশ্বাস গড়ে তোলে।

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের মতো পরিস্থিতিতে যেখানে বার্তাগুলি একাধিক ভাষায় অনুবাদের মধ্যে দিয়ে যায় এবং বিভিন্ন পটভূমির যোগাযোগকারীদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে অকার্যকর যোগাযোগের উচ্চ ঝুঁকি থাকে।

তথ্য প্রবাহের যেকোনো একটি প্রান্তে একভাষীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। এই কারণেই মানবিক সহায়তা কর্মী এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবধান তৈরি হয়েছে।

ইংরেজি এবং রোহিঙ্গাভাষী যোগাযোগকারীরা চাঁটগাঁইয়া এবং বাংলাভাষী মধ্যস্থতাকারীদের উপর নির্ভর করেন

কক্সবাজার জেলার বৈচিত্র্যময় ভাষাগত প্রেক্ষাপটের অর্থ হল এখানে কমপক্ষে পাঁচটি পৃথক কথ্য ভাষা এবং তিনটি লিখিত ভাষায় যোগাযোগ ঘটে। মানুষের দক্ষতা, সাবলীলতা এবং সাক্ষরতা ভাষা ভেদে ভিন্ন হয়। বেশিরভাগ ইংরেজী ভাষাভাষী এবং রোহিঙ্গা ভাষাভাষী অন্য চারটি ভাষায় কথা বলতে পারেন না বা বুঝতে পারেন না। তথ্যের প্রবাহ তাই মধ্যবর্তী ভাষা এবং যোগাযোগকারীদের উপর খুব বেশি নির্ভর করে।

চিত্র ২ কক্সবাজার শরণার্থী ক্যাম্পগুলিতে রোহিঙ্গা সহায়তায় মৌখিক তথ্য সাধারণত যেভাবে প্রবাহিত হয় তা প্রদর্শন করে, এটি আমাদের পর্যবেক্ষণ এবং মানবিক কর্মী ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি শাখা একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর উপস্থাপন করে। ভাষা রূপান্তরের সেই প্রতিটি বিন্দুতে ভুল তথ্য প্রদান বা তথ্য প্রবাহ সম্পূর্ণভাবে থেমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্রটি মানবিক সহায়তা কর্মী (প্রধানত ইংরেজি ভাষী) এবং শরণার্থীদের (প্রধানত রোহিঙ্গা ভাষী) মধ্যে মধ্যবর্তী ভাষা হিসাবে চাঁটগাঁইয়া এবং বাংলার মাধ্যমে তথ্য প্রবাহকে নির্দেশ করে। মানবিক কর্মী বা রোহিঙ্গা, এদের মধ্যে কারা তথ্য প্রবাহ করা শুরু করেছে তার উপর নির্ভর করে তথ্য বাম থেকে ডানে বা ডান থেকে বাম দিকে প্রবাহিত হতে পারে।

চারটি শাখা সাড়াদান কর্মকাণ্ডে যে বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তর ঘটে তা দেখায়। প্রতিটি শাখার প্রস্থ ভিন্ন কারণ সেটি সেগুলি বরাবর প্রবাহিত তথ্যের আপেক্ষিক পরিমাণ নির্দেশ করে।

চিত্র ২. কক্সবাজার, বাংলাদেশের মানবিক সহায়তায় তথ্য প্রবাহের মডেল

(মানবিক সহায়তা কর্মী → ← শরণার্থী)

যেহেতু আমরা লিখিত যোগাযোগ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিনি, চিত্র ২ লিখিত তথ্যের প্রবাহটি প্রদর্শন করে না। কিন্তু সেক্ষেত্রেও একইরকম ভাষার রূপান্তর ঘটে এবং একই ধরণের ভুল যোগাযোগের সম্ভাবনাও রয়েছে। মানবিক সংস্থাগুলি সাধারণত ইংরেজিতে মুদ্রিত উপকরণ তৈরি করে। এরপরে তারা রোহিঙ্গাদের সেগুলি দেয়ার জন্য মিয়ানমার এবং বাংলায় অনুবাদ করেন। বাংলা বিষয়বস্তু সাধারণত নিবন্ধিত রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী, যারা বাংলা জানেন, তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার উপকরণ।

রোহিঙ্গাভাষী শরণার্থীদের মধ্যে শিক্ষার হার কম থাকার কারণে তারা হয়ত লিখিত তথ্যের ওপর কম নির্ভর করেন। তাসত্ত্বেও, যেহেতু বেশিরভাগ কথ্য তথ্য লিখিত তথ্য থেকে পাওয়া যায়, তাই একভাষী রোহিঙ্গারা অপ্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত তথ্যের সঠিক অনুবাদের ওপরও প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করেন।

তথ্য প্রবাহের উভয় প্রান্তে থাকা একভাষী রোহিঙ্গা এবং ইংরেজিভাষীদের বেশিরভাগ চিত্র ২-এ দেখানো মধ্যবর্তী ভাষার রূপান্তর বিন্দুগুলির যেকোনোটিতে ভুল বা বাধার কারণে তথ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিশেষ ঝুঁকিতে রয়েছে। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তথ্য প্রদান করার সময় যেকোনো ত্রুটি ঘটলে তা পরবর্তী ত্রুটির সম্ভাবনা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

একভাষী রোহিঙ্গাদের জন্য এটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, যারা তাদের বেঁচে থাকার জন্য কার্যকর তথ্য প্রবাহের উপর নির্ভর করেন। কার্যকর যোগাযোগ ব্যতীত তারা তথ্য এবং মানসম্মত সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন এবং বিচ্ছিন্ন ও অসহায় হয়ে পড়েন। এই জাতীয় ত্রুটিগুলি এড়ানো মানবিক সহায়তা কর্মীদের জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ, যারা যথাযথ সেবাসমূহের পরিকল্পনা এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের উপর নির্ভর করে।

বহুভাষিক মধ্যস্থতাকারীদের উপর নির্ভরতার কারণে, একভাষী রোহিঙ্গাদের মানবিক সেবার বিষয়ে ভুল বোঝা এবং ভুল তথ্য পাওয়া এবং সেগুলিকে অবিশ্বাস করার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের মধ্যে যারা একভাষী তারা সাধারণত স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষ, নবাগত শরণার্থী এবং মহিলা। বহুভাষিক রোহিঙ্গাদের তুলনায় একভাষী রোহিঙ্গাদের সেবা পাওয়ার সুযোগ কম এবং তারা সাধারণত নিম্ন-মানের সেবা পেয়ে থাকেন।

এছাড়াও বহুভাষিক রোহিঙ্গাদের তুলনায় একভাষী রোহিঙ্গাদের বেতনভুক্ত স্বেচ্ছাসেবক এবং পেশাদার হিসেবে বিকাশের সুযোগ ও সম্ভাবনা কম।

তথ্য সরবরাহকারী এবং তথ্য সরবরাহকারী এবং গ্রহীতাগণ

একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষাভাষীরা বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হন। এটি উভয় ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং যোগাযোগের সুযোগের বিভিন্নতার কারণে হয়। এই পার্থক্যগুলি বুঝতে পারলে সেগুলি যে সমস্যাগুলি তৈরি করে তা সমাধান করার উপায় বের করতে সাহায্য হতে পারে। তথ্য প্রবাহের উভয় প্রান্তে, যোগাযোগকারীরা একভাষী এবং একে অপর থেকে সর্বাধিক ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক দূরত্বে থাকেন।

কক্সবাজারের একটি মানবিক সহায়তা প্রদানকারী হাসপাতালে ডাক্তারের সাথে দেখা করার পূর্বে একজন রোহিঙ্গা মহিলার সমস্যা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। ফোটক্রেডিট: টি.ডব্লিউ.বি / ফাহিম হাসান আহাদ

তথ্য প্রবাহের উভয় প্রান্তে একভাষী যোগাযোগকারীগণ

ইংরেজি ভাষাভাষীগণ

এই সাড়াদান কার্যক্রমে কর্মরত ইংরেজি ভাষাভাষীরা বিভিন্ন পটভূমি থেকে এসেছেন এবং তাই আমেরিকান, ব্রিটিশ, ভারতীয়, পশ্চিম আফ্রিকান, পূর্ব আফ্রিকান এবং অস্ট্রেলিয়ানসহ বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলেন।

ইংরেজি ভাষাভাষী মানবিক সহায়তা কর্মী, যারা প্রোগ্রামের নেতৃত্ব দেন এবং পরিচালনা ও অফিসে বিভিন্ন পদে কাজ করেন, তারা সাধারণত বিদেশী নাগরিক। এরা সাধারণত কক্সবাজার শহরে থেকে কাজ করেন। দূরত্ব এবং ভাষাগত, উভয় ধরণের ব্যবধানের কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে ইংরেজী ভাষাভাষীদের যোগাযোগ খুব কমই হয়। ইংরেজী ভাষাভাষীরা সাধারণত সহায়তা কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত অন্য কোনও ভাষায় কথা বলতে পারেন না (কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা ব্যতীত) তাই তারা দোভাষী কর্মীদের ওপর খুব বেশি নির্ভর করেন।

রোহিঙ্গা ভাষাভাষীগণ

রোহিঙ্গা একটি প্রমিত ভাষা না হওয়ায় মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য জুড়ে এবং পাশাপাশি কক্সবাজারে, যেখানে এখন অনেক রোহিঙ্গা বসবাস করছেন সেখানে সাধারণ ভাবেই রোহিঙ্গা ভাষার বিভিন্ন উপভাষা দেখা যায়। যদিও রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে তবে বাংলাদেশে আসা শরণার্থী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে প্রধান বিভেদগুলি মূলত নবাগত এবং নিবন্ধিত শরণার্থীদের মধ্যে বিদ্যমান।

বাংলাদেশে আসা নবাগত শরণার্থীগণ

রোহিঙ্গা ভাষাভাষীরা বেশিরভাগই মিয়ানমার থেকে আগত নবাগত শরণার্থী (গত দুই বছরে)। তারা সাধারণত ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবক এবং / সেবাগ্রহীতা। তারা সাধারণত ক্যাম্পে বসবাস করেন। অন্যান্য ভাষাভাষী গোষ্ঠীদের তুলনায় ভাষা এবং পরিচিতিগত কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে তাদের যোগাযোগ বেশি। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন রোহিঙ্গাভাষী সাড়াদান কার্যক্রমে ব্যবহৃত অন্যান্য ভাষাতেও (বাংলা, মিয়ানমার, চাঁটগাঁইয়া এবং ইংরেজী) কথা বলেন, কিন্তু সে সকল ভাষায় তাদের সাবলীলতা নেই। বেশিরভাগই এসব অন্যান্য ভাষায় কথা বলতে পারেন না।

বাংলাদেশে নিবন্ধিত শরণার্থী

রোহিঙ্গা ভাষাভাষীদের মধ্যে যারা নিবন্ধিত শরণার্থী (যারা মিয়ানমার থেকে দু-তিন দশক আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন) তারা একটি স্বতন্ত্র ভাষাভাষী উপগোষ্ঠী। সময়ের সাথে সাথে বহু বাংলা, চাঁটগাঁইয়া এবং ইংরেজী শব্দ যুক্ত হওয়ার ফলে তাদের ভাষায় পরিবর্তন ঘটেছে। এদের মধ্যে অনেকে বাংলা এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষায় কিছুটা কথা বলতে পারলেও, সাধারণত তেমন সাবলীলভাবে বলতে পারেন না।

তথ্য মধ্যস্থতাকারীগণ

চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষীরা সাধারণত বাংলা ও রোহিঙ্গা ভাষাভাষীদের মধ্যে মাঠ এবং ক্যাম্প পর্যায়ে তথ্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। এর বিপরীতে, বাংলা ভাষীরা সাধারণত ইংরেজী এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষীদের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং পরিচালনার স্তরে তথ্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন।

রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবক এবং শরণার্থীদের কাছে তথ্য দান ও তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করার সবচেয়ে সাধারণ মধ্যস্থতাকারী হিসাবে, চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষীরা তাদের কোন তথ্য দেয়া হবে এবং কীভাবে তা ব্যাখ্যা করা হবে তা নির্ধারণ করেন। একইভাবে, কোন তথ্যগুলো শরণার্থীদের কাছ থেকে মানবিক কর্মীদের দেয়া হবে এবং কীভাবে এই বার্তাগুলি ব্যাখ্যা করা হবে তারা সেটাও নির্ধারণ করেন।

তথ্যপ্রবাহের কেন্দ্র বিন্দুগুলিতে থাকার কারণে তাদের টেকনিক্যাল এবং ভাষাগত দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজি বা বাংলা ভাষায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ম্যানেজারগণ যে সকল টেকনিক্যাল বা বিশেষ পরিভাষাপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন, যথাযথ প্রশিক্ষণ না পেলে চাঁটগাঁইয়াভাষী মধ্যস্থতাকারীরা সহজেই তার ভুল অর্থ করতে পারেন এবং ভুল ব্যাখ্যা করতে পারেন।

তাই ইংরেজি, বাংলা এবং রোহিঙ্গা ভাষায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ করে বা প্রশিক্ষণ দিয়ে চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষীদের সক্ষমতা তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে ভাষান্তর, অনুবাদ এবং সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতার দক্ষতা গড়ে তোলাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এই সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপগুলি তথ্য প্রবাহের উভয় অভিমুখেই বোঝাপড়া উন্নত করবে এবং জ্ঞান সৃষ্টি করবে। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা, আস্থা তৈরি করা এবং কর্মসূচির দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যা গুরুত্বপূর্ণভাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে।

কক্সবাজারের একটি শরণার্থী ক্যাম্পের একজন ক্যাম্প-ইন-চার্জ (সিআইসি) কর্মকর্তা মূল্যায়নকারী দলের একজন সদস্যকে ভাষাগত বাধার উপরে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন।

তথ্য প্রবাহের কেন্দ্রে রয়েছে তথ্য মধ্যস্থতাকারীগণ

চাঁটগাঁইয়া ভাষীগণ

চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষী মানবিক কর্মীরা সাধারণত স্থানীয় বাংলাদেশী (চট্টগ্রাম বিভাগে বসবাসকারী) যারা মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা এবং কর্মী হিসাবে কাজ করেন। তাদের কর্মস্থল সাধারণত উখিয়া, টেকনাফ বা ক্যাম্পের ভিতরে অবস্থিত। দূরত্ব এবং ভাষাগত নৈকট্য উভয়ের কারণে অন্যান্য ভাষা গোষ্ঠীর তুলনায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে তাদের সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ রয়েছে। যদিও চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষীরা সাধারণত সাড়াদান কার্যক্রমে ব্যবহৃত অন্যান্য ভাষায় (রোহিঙ্গা, বাংলা, এবং ইংরেজি) কিছুটা কথা বলতে পারেন, তবে তারা কেবলমাত্র বাংলাতেই সাবলীল।

বাংলাভাষীগণ

মানবিক সহায়তা কর্মীদের যারা বাংলা ভাষায় কথা বলেন তারা সাধারণত অ-স্থানীয় বাংলাদেশী (ঢাকা বা চট্টগ্রাম বিভাগের বাইরে) এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা এবং কর্মী হিসাবে কাজ করেন। তাদের কর্মস্থল সাধারণত কক্সবাজার, উখিয়া, টেকনাফ বা ক্যাম্পগুলিতে অবস্থিত। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে ইংরেজী ভাষীদের তুলনায় তাদের বেশি যোগাযোগ রয়েছে, তবে স্থানীয় এবং ভাষাগত উভয় দূরত্বের কারণে চাঁটগাঁইয়া ভাষীদের চেয়ে অনেক কম। বাংলা ভাষাভাষীরা সাধারণত ইংরেজী ছাড়া সহায়তায় ব্যবহৃত অন্য কোনও ভাষায় কথা বলতে পারেন না।

একজন ফ্যাসিলিটেটর বাংলাদেশের নিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের নিয়ে একটি ফোকাস গ্রুপ পরিচালনা করছেন।

মধ্যস্থতাকারীদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত

আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে মানবিক সংস্থাগুলি মধ্যস্থতাকারীদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকায় দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের কর্মীদের আরও বেশি নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।

টি.ডব্লিউ.বি কক্সবাজারে মানবিক সহায়তা কর্মীদের ভাষাগত সচেতনতা এবং মানবিক সহায়তা প্রেক্ষাপটে দোভাষী হিসেবে কাজ করার ব্যাপারে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। মাঠ পর্যায়ের কিছু কর্মী এবং সেবা প্রদানকারীরা এই অধিবেশনগুলিতে অংশ নিয়েছিলেন। তবে, এগুলি এক থেকে পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ এবং কোনও সর্বাঙ্গীণ কোর্স নয়। নিয়োগকারীরা যে কাজ-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেন সেগুলিতে মাঝে মাঝে যোগাযোগের কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে এগুলি ভাষা এবং ভাষান্তর সংক্রান্ত সমস্যা বা নৈতিকতা নিয়েবিশদভাবে আলোচনা করে না। কিছু সংস্থায় নিয়মিত পুনঃ-প্রশিক্ষণ (প্রতি এক থেকে ছয় মাসের মধ্যে) দেয়া হত, তবে বেশিরভাগই প্রাথমিক যোগদানের সময় ছাড়া অন্য কোনও প্রশিক্ষণ দেয়নি।

"হ্যাঁ [আমরা স্বাস্থ্য সেবার জন্য অনুবাদকদের প্রশিক্ষণ দিই]। যখন নতুন কাউকে নিয়োগ করা হয়, আমরা তাদের আতিথেয়তা, রোগীদের সাথে কিভাবে কথোপকথন করতে হবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিই। এটি তিন থেকে পাঁচ দিন ধরে দেয়া হয়"

- একজন বাংলা ভাষী পুরুষ যিনি ক্যাম্পের সাইট ম্যানেজার

কিছু সংস্থা পূর্ণকালীন দোভাষী নিযুক্ত করেছিল, তবে বেশিরভাগই তা করে নি, তাই প্রশিক্ষণ ছাড়াই এবং তাদের মূল কাজের দায়িত্বের পাশাপাশি কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের দোভাষীর কাজ করতে হয়েছে।

"আমাদের কোনও পেশাদার দোভাষী নেই। আমার সহকর্মীরা আমাকে ভাষান্তরিত করতে সহায়তা করেন। তারা রোহিঙ্গা থেকে বাংলায়, বাংলা থেকে রোহিঙ্গা ভাষায় অনুবাদ করে দেন।"

- একজন বাংলাভাষী মহিলা যিনি যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক কর্মকর্তা

অস্পষ্ট যোগাযোগ এবং স্বল্প দক্ষতা ভুল তথ্য, অবিশ্বাস এবং ক্ষমতার বৈষম্য তৈরি করতে পারে

কক্সবাজার জেলায়, চাঁটগাঁইয়া ভাষাভাষীরা মানবিক কর্মী এবং শরণার্থীদের মধ্যে প্রধান মধ্যস্থতাকারী। তবুও সাধারণভাবে এই মধ্যস্থতাকারীদের মানবিক কর্মী এবং শরণার্থীরা যে বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণত আলোচনা করতে চান সে বিষয়ে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। ভাষায় সীমিত সক্ষমতা এবং সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক সূক্ষ্ম তারতম্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের সাথে এটি মিলিত হওয়ার কারণে প্রায়শই ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য আদান-প্রদান ঘটতে দেখা যায়।

ফলস্বরূপ, মানবিক কর্মী এবং শরণার্থীরা মধ্যস্থতাকারীদের দেয়া তথ্য সম্পর্কে সন্দিগ্ধ থাকেন। এই দক্ষতার অভাবের কারণেই রোহিঙ্গা এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষা ও তার পাশাপাশি চাঁটগাঁইয়া এবং বাংলার মধ্যে মিল, পার্থক্য এবং পারস্পরিক বোধগম্যতা সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী তথ্য বিরাজমান।

"যদিও দোভাষীরা কাজে আসেন, তারপরেও আমার মনে হয় আমি রোহিঙ্গা বলতে পারলে ভালো হত...সঠিকতা যাচাইয়ের কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই, কিন্তু যেহেতু আমরা রোহিঙ্গা ভাষা বুঝতে পারি তাই আমরা সঠিকতা যাচাই করি এবং তাদের সঠিকভাবে ভাষান্তর করার নির্দেশনা দিই।"

- একজন বাংলাভাষী মহিলা যিনি যৌন এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক কর্মকর্তা

কর্মসূচী পরিকল্পনা, সংস্থান সংগ্রহ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভাষা ও সংস্কৃতিকে আরও পদ্ধতিগতভাবে বিবেচনা করার মাধ্যমে মানবিক সংস্থাগুলি এই ক্ষমতার বৈষম্য দূর করতে পারে। এটি করার জন্য সুস্পষ্ট বার্তা রচনা, প্রশিক্ষিত ও সহায়তাপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী, সঠিক ভাষার দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী এবং যোগাযোগ উন্নত করার জন্য সংগঠিত সেবাগুলি প্রয়োজন। এগুলি সেবা গ্রহীতাদের চাহিদার প্রতি সহানুভূতিশীল ভাষা-সচেতন মানবিক সেবার উপাদান।

মানবিক সহায়তা কর্মীদের বাস্তুচ্যুত মানুষদের ভাষা এবং সাক্ষরতা সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে বলে মনে হয়

উপরে যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার কারণ আংশিকভাবে মনে হয় শরণার্থীরা যে পরিমাণে যোগাযোগ সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হন সেই সম্পর্কে মানবিক সহায়তা কমিউনিটির মধ্যে সচেতনতার অভাব। যদিও মানবিক কর্মীরা সহায়তার কাজে যোগাযোগ এবং ভাষার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেন, তবুও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে তাদের ধারণা এখনও ক্যাম্পগুলির বাস্তবতার সাথে মেলে না।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সাক্ষরতা সম্পর্কে বিভিন্ন ভুল ধারণা মানবিক সহায়তায় যোগাযোগকে ব্যাহত করছে:

- সাক্ষরতার হার মানবিক কর্মীরা যা ধারণা করেন তার চেয়ে অনেক কম তাই মৌখিক যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- মানবিক সহায়তা কর্মীরা যা মনে করেন, কথ্য বাংলা এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষায় তাদের জ্ঞান তার থেকেও কম, সুতরাং রোহিঙ্গা ভাষায় যোগাযোগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিশেষত স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত, নবাগত শরণার্থী এবং মহিলাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতীয়মান।

এই ভুল ধারনা কেবল মানবিক কর্মীদের থেকে শরণার্থীদের কাছে তথ্য প্রবাহের কার্যকারিতাকেই প্রভাবিত করে না। এগুলি জনগোষ্ঠীর মানুষ মানবিক কর্মীদের যে মতামত জানান তাকেও প্রভাবিত করে।

কক্সবাজার জেলার মানবিক সহায়তা কর্মীদের মধ্যে পরিচালিত আমাদের একটি অনলাইন সমীক্ষায় মানবিক যোগাযোগের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে[7]। কুতুপালং-বালুখালী এক্সপ্যানশন সাইটে আমরা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে যে খানা জরিপ চালিয়েছিলাম তার ফলাফলের সাথে এই সমীক্ষার ফলাফলের তুলনা করলে ক্যাম্পগুলিতে ভাষা সম্পর্কে মানবিক সহায়তা কর্মীদের ধারণা এবং বাস্তবতার মধ্যে একটি ব্যবধান দেখা যায়।

7 কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গা সঙ্কটে সাড়াদানকারী যেকোনো সংস্থার জন্য যেকোনো স্তরে কর্মরত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কর্মীরা "মানবিক কর্মী"-র অন্তর্ভুক্ত। অনলাইন সমীক্ষাটি ইংরেজি এবং বাংলায় শেয়ার করা হয়েছিল। পদ্ধতি এবং মূল প্রশ্নাবলী সহ অনলাইন জরিপ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানতে, https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Methods-and-limitations_Cross-Border.pdf. দেখুন।

ক্যাম্পগুলিতে সাক্ষরতার হার মানবিক কর্মীরা যা ধারণা করেন তার চেয়ে কম

আমাদের জরিপে যে মানবিক সহায়তা কর্মীরা অংশ নিয়েছেন তাদের তেইশ শতাংশ মনে করেন যে তাদের কাছে সাক্ষরতার স্তর, কথ্য ভাষা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের জন্য অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। যদিও আমাদের জরিপটি প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না তবে এর থেকে সহায়তা কর্মকাণ্ড জুড়ে আরও বিস্তৃত ব্যবধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শরণার্থী ক্যাম্প এবং গ্রামে সাক্ষরতার হারের বিষয়ে জানতে চাইলেমানবিক সহায়তা কর্মীরা সাধারণত ৫০ শতাংশের বেশি শরণার্থী রোহিঙ্গা ভাষায় সাক্ষর বলে অনুমান করেছেন। এছাড়াও তাদের বিশ্বাস যে ৫০ শতাংশের বেশি মিয়ানমার ভাষায় ২৫ শতাংশের বেশি শরণার্থী বাংলা ভাষায় স্বাক্ষর। এই ফলাফলগুলি রোহিঙ্গাদের মধ্যে সাক্ষরতা ও শিক্ষার স্তর সম্পর্কে সচেতনতার অভাব তুলে ধরে।

প্রকৃতপক্ষে, টি.ডব্লিউ.বি-র শরণার্থীদের মধ্যে করা সমীক্ষা অনুসারে ৩৪ শতাংশ পরিবারে সাক্ষর সদস্য রয়েছে।[8]

8 এই সমীক্ষায় টি.ডব্লিউ.বি-র সাক্ষরতার মাপকাঠি ছিল নির্দিষ্ট ভাষায় লেখার ক্ষমতার স্ব-মূল্যায়ন। এটি টি.ডব্লিউ.বি-র অনলাইন সমীক্ষায় যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার থেকে কিছুটা ভিন্ন ("আপনার মতে, কক্সবাজার জেলার ক্যাম্পে বসবাসকারী কত শতাংশ রোহিঙ্গা শরণার্থী নিম্নলিখিত লিখিত ভাষাগুলি বুঝতে পারেন?")

শিক্ষিত পরিবারগুলোর ৬২ শতাংশ বলেছেন যে তারা মিয়ানমার ভাষায় সাক্ষর, রোহিঙ্গা ভাষায় ৩৫ শতাংশ এবং রাখাইন ভাষায় তিন শতাংশ। যেহেতু রোহিঙ্গা কোনও প্রমিত ভাষা নয় এবং রাখাইন ভাষাতেও প্রমিতকরণের মান কম, সেহেতু এই ফলাফলগুলি আরও তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন।[9]

শরণার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা সম্পর্কে মানবিক সহায়তা কর্মীদের ভুল ধারণা রয়েছে

অনেক মানবিক সহায়তা কর্মীদের মধ্যেই কথ্য ভাষাগুলির প্রচলন এবং সেইসাথে সেগুলির মধ্যে মিল এবং পার্থক্য সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে।

আশি শতাংশ মনে করেন যে রোহিঙ্গা ভাষার সাথে চাঁটগাঁইয়া ভাষার প্রচুর মিল রয়েছে এবং ৭৫ শতাংশ বিশ্বাস করেন যে বেশিরভাগ রোহিঙ্গা শরণার্থী এটি বুঝতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যদিও দুটি ভাষার মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান কিন্তু ২০১৭ সাল থেকে কক্সবাজারে পরিচালিত টি.ডব্লিউ.বি-র গবেষণায় দেখা গেছে যে সেগুলিতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধারনা প্রকাশের জন্য একই বা অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করা হয় না।[10]

উভয় প্রেক্ষিতেই জরিপকৃত মানবিক সহায়তা কর্মীদের বাষট্টি শতাংশ বিশ্বাস করেন যে বেশিরভাগ শরণার্থী মিয়ানমার ভাষা বোঝেন। আসলে মিয়ানমার ভাষার সাথে রোহিঙ্গা ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই। টি.ডব্লিউ.বি-র জরিপে অংশগ্রহণকারী শরণার্থী পরিবারের মাত্র ১৬ শতাংশ বলেছেন যে তারা মিয়ানমার ভাষায় কথা বলতে পারেন।

9 পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে যে ক্যাম্পগুলিতে কমিউনিটি-চালিত স্কুলগুলিতে বেশ কয়েকটি বর্ণমালা ব্যবহার করে শিশুদের রোহিঙ্গা ভাষায় লিখতে শেখানো হচ্ছে।

10 https://translatorswithoutborders.org/rohingya-refugee-crisis-response/

সুইস ফেডারেল ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এই প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করেছে। এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত মতামতগুলি কোনওভাবেই সুইস কনফেডারেশনের আনুষ্ঠানিক মতামতকে যুক্তরাজ্য সরকারের সরকারি নীতিগুলিকে প্রতিফলিত করে না। এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্যের যেকোনো ব্যবহারের জন্য যুক্তরাজ্য সরকার এবং সুইস কনফেডারেশন কোনোভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ট্রান্সলেটার্স উইদাউট বর্ডার্স (টি.ডব্লিউ.বি) এমন একটি পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যেখানে ভাষা কখনোই জ্ঞানের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এই অলাভজনক সংস্থাটি অন্যান্য অলাভজনক সংস্থাগুলিকে ভাষা পেশাদারদের সাথে যুক্ত করা, স্থানীয় ভাষায় অনুবাদের ক্ষমতা গড়ে তোলা এবং ভাষা সংক্রান্ত বাধাগুলি প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষদের তাদের নিজের ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সুযোগ প্রদান করে। ১৯৯৩ সালে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত (ট্র্যাডিক্টরস স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্স হিসেবে), টি.ডব্লিউ.বি প্রতি বছর জীবন রক্ষাকারী এবং জীবন পরিবর্তনকারী তথ্যের লক্ষ লক্ষ শব্দ অনুবাদ করে। ২০১৩ সালে টি.ডব্লিউ.বি প্রথম সংকটকালীন ত্রাণ অনুবাদ সেবা, ওয়ার্ডস অব রিলিফ, তৈরি করেছিল যা সেই থেকে প্রতিবছর সংকটে সাড়া দিয়ে আসছে।

এই বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য বা বাংলাদেশ ও মিয়ানমারে টি.ডব্লিউ.বি কীভাবে রোহিঙ্গা সহায়তায় সাহায্য করছে, তা জানতে আমাদের ওয়েবসাইটে যান

bangladesh@translatorswithoutborders.org অথবা myanmar@translatorswithoutborders.org।

TRANSLATORS WITHOUT BORDERS

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Fund managed by UNOPS

Funded by UKaid from the British people